মূল্যঃ ২০ টাকা

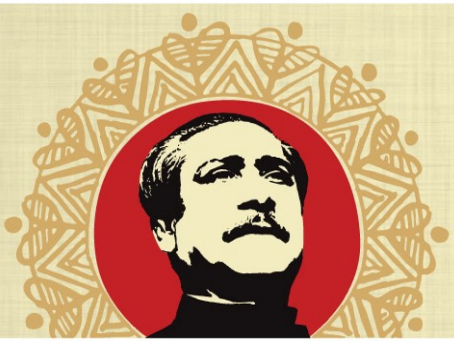

বঙ্গবন্ধু

সাংস্কৃতিক উৎসব

৭-১৭ মার্চ ২০১৮

আয়োজনে
সৃজনশীল বাংলাদেশ
বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি
BANGLADESH SHILPAKALA ACADEMY
National Academy of Fine and Performing Arts

বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে সর্ববৃহৎ সাংস্কৃতিক আয়োজন

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির আয়োজনে এগারো দিনব্যাপী 'বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক উৎসব ২০১৮'

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ স্বাধীনতাকামী বাঙালি জাতির মুক্তির জন্য এক অমোঘ বাণী শুনিয়েছেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তৎকালীন রেসকোর্সের ময়দানে দেয়া তাঁর সেই ভাষণে উজ্জীবিত হয়ে মুক্তির মরণপণ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাত কোটি বাঙালি। পৃথিবীজুড়েই শোষিত মানুষের অধিকার আদায়ে আবির্ভাব ঘটেছে মহাপুরুষদের। বঙ্গবন্ধু পৃথিবীর ইতিহাসে সে গুটিকয়েক ক্ষণজন্মাদেরই একজন। যিনি তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়ে পালটে দিয়েছেন আমাদের ইতিহাস। যে ইতিহাস স্বাধীনতার, যে ইতিহাস মুক্তিকামী মানুষের বিজয়ের, যে ইতিহাস সাফল্যের। গত ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর ভাষণের ৪৭ বছর পূর্ণ হলো। গত ৪৭ বছরে ১৮ মিনিটের সে ভাষণের আবেদন কমেনি এতোটুকুও বরঞ্চ অবধারিতভাবেই এ ভাষণ দীপ্যমান হয়েছে জাতির বিকাশের ক্ষেত্রে। সেদিন বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতার দিক-নির্দেশনা দিতে জাতির জনক বলেছিলেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবার সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম'। আমাদের জাতিগত পরিচয় যতোদিন থাকবে ততোদিন মহান নেতার এ ভাষণ আমাদের জাতীয় শক্তি ও সাহসের আধার হিসেবে কাজ করবে। জাতির জনকের ৭ই মার্চের অগ্নিঝড়া এ ভাষণ শুধু বাংলাদেশের মানুষের হৃদয়কেই নাড়া দেয়নি, আলোড়ন সৃষ্টি করেছে সারাবিশ্বে, অনুবাদ করা হয়েছে অনেক ভাষায়। আর এর ধারাবাহিকতায় ২০১৭ সালের ৩০ অক্টোবর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ প্রামাণ্য ঐতিহ্য হিসেবে ইউনেস্কোর 'মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল রেজিস্টার'-এ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ইউনেস্কোর এই স্বীকৃতির ফলে ভাষণটি বিশ্বের এক অনন্য দলিলে পরিণত হয়েছে। এতদিন এটি ছিল বাঙালি জাতির সম্পদ আর এখন এ ভাষণ সারা পৃথিবীর সম্পদ। পৃথিবীর মুক্তিকামী সকল মানুষের কাছেই এই ভাষণ আজ মুক্তি ও স্বাধীনতার মন্ত্র। এই স্বীকৃতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ তথা বাংলাদেশ সম্পর্কে বিশ্ববাসীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা বহুগুণে বৃদ্ধি করবে। মহান এ ভাষণ নিয়ে গবেষকরা বলেছেন, বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের একটি বড় বৈশিষ্ট্য হলো এর সার্বজনীনতা এবং মানবিকতা। যে কোনো নিপীড়িত জনগোষ্ঠীর জন্য এ ভাষণ সব সময়ই আবেদন সৃষ্টিকারী। এ ভাষণে গণতন্ত্র, আত্মনিয়ন্ত্রণ, স্বাধিকার, মানবতা এবং সব মানুষের কথা বলা হয়েছে। ফলে, এ ভাষণ দেশ-কালের গণ্ডি ছাড়িয়ে সার্বজনীন হয়েছে। আর একজন মানুষ একটি অলিখিত বক্তৃতা দিয়েছেন, যেখানে স্বল্প সময়ে কোনো পুনরুক্তি ছাড়াই একটি জাতির স্বপ্ন, সংগ্রাম আর ভবিষ্যতের দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। তিনি বিশ্বাসের জায়গা থেকে কথা বলেছেন। সাধারণ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য ভাষায় কথা বলেছেন। সবচেয়ে বড় কথা, বঙ্গবন্ধু সাধারণ মানুষের চাওয়া-পাওয়া বুঝতে পেরেছেন। তাঁরা যা চেয়েছেন, বঙ্গবন্ধু তা-ই তাঁদের কাছে তুলে ধরেছেন। ফলে, এই ভাষণটি একটি জাতির প্রত্যাশার আয়নায় পরিণত হয়। উৎসাহ ও উদ্দীপনার অনন্য উচ্চারণরূপে ৭ই মার্চের ভাষণ অবিরাম বাংলাদেশের জনগণকে অনুপ্রাণিত করে চলছে এবং আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকেও করে তুলবে শাণিত-প্রাণিত।

> জাতির জনকের ৭ই মার্চের অগ্নিঝড়া এ ভাষণ শুধু বাংলাদেশের মানুষের হৃদয়কেই নাড়া দেয়নি, আলোড়ন সৃষ্টি করেছে সারাবিশ্বে, অনুবাদ করা হয়েছে অনেক ভাষায়। আর এর ধারাবাহিকতায় ২০১৭ সালের ৩০ অক্টোবর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ প্রামাণ্য ঐতিহ্য হিসেবে ইউনেস্কোর 'মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল রেজিস্টার'-এ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে

৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের এই স্বীকৃতি উপলক্ষে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি গত ৭ থেকে ১১ মার্চ এগারো দিনব্যাপী 'বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক উৎসব ২০১৮'-এর আয়োজন করেছে। নানা রকম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের মধ্যদিয়ে উদযাপিত হয় এ উৎসব। উৎসবে দেশবরেণ্য শিল্পী, কবি, নারী, শিশু ও বিশেষভাবে সক্ষম শিশুদের অংশগ্রহণে বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়ে। এসব আয়োজনের মধ্যে ছিল কবিতা পাঠ, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, নৃত্য প্রযোজনা, সুর ও বাণীতে বঙ্গবন্ধু, চলচ্চিত্র নির্মাণ কর্মশালা, নাটক, অ্যাক্রোবেটিক প্রদর্শনী, ৭ই মার্চের ভাষণ প্রতিযোগিতাসহ নানান আয়োজন।

উৎসবের প্রথম দিনের আয়োজন

'বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক উৎসব ২০১৮'-এর প্রথম দিন অর্থাৎ ৭ মার্চ দিনব্যাপী দেশের বরেণ্য শিল্পীদের অংশগ্রহণে আর্টক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। ক্যাম্পে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণের ৪৭ বছর পূর্তিতে দেশবরেণ্য ৪৭ জন শিল্পী ৭ই মার্চের ভাষণের বিষয় নিয়ে বিভিন্ন আঙ্গিকে কাজ করেন। তাঁদের ক্যানভাসে এ ভাষণের দর্শন, প্রভাব ও তাৎপর্য স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান

বাকি অংশ ২ পাতায়

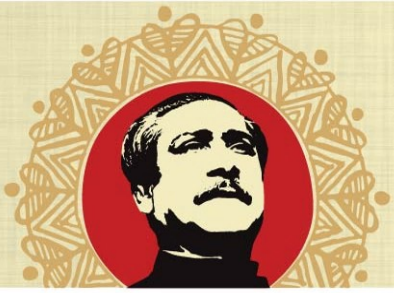

বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক উৎসব

৭-১৭ মার্চ ২০১৮

আয়োজনে
সৃজনশীল বাংলাদেশ
বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি
BANGLADESH SHILPAKALA ACADEMY
National Academy of Fine and Performing Arts

'বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক উৎসব ২০১৮'

১ পাতার পর

হয়। আরও রোমাঞ্চকর ব্যাপার হচ্ছে, এ আর্টক্যাম্পে এমন অনেক শিল্পী ছবি আঁকনে যারা '৭১-এর ৭ মার্চ, রোববার ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে স্বশরীরে উপস্থিত থেকে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শোনেন ও চাক্ষুষ মহান এ ভাষণ প্রত্যক্ষ করেন। সেই উত্তাল সময়কে তাঁদের সেই বাস্তবতার নিরীখে তাঁরা অটিক্যাম্পে নিজেদের ক্যানভাসে তুলে ধরেন। এদিন, সন্ধ্যা ৬টায় উৎসবের অংশ হিসেবে জাতীয় নাট্যশালা মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয় শিশুদের নিয়ে আয়োজন 'শিশুদের বঙ্গবন্ধু'। অনুষ্ঠানের শুরুতেই ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ মিলনায়তনের ডিজিটাল পর্দায় প্রদর্শন করা হয়। তারপর একে একে শিশু শিল্পীদের পরিবেশনায় গান, আবৃত্তি, নৃত্য ও অ্যাক্রোবেটিক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়।

'বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক উৎসব' -এর দ্বিতীয় দিনে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির সংগীত ও নৃত্যকলা কেন্দ্র মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয় 'বাংলার মহিয়সী নারী' শীর্ষক অভিনব পরিবেশনা। ৮ মার্চ সন্ধ্যা ৬টায় 'শোন একটি মুজিবুরের থেকে' গানের সাথে সমবেত নৃত্য পরিবেশনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুরু হয়। এরপর ড. মাহফুজা হিলালীর গ্রন্থনা ও বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকীর পরিকল্পনায় বিষয়ভিত্তিক পরিবেশনা 'মহিয়সী নারী' পরিবেশন করেন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির শিল্পীরা। শিল্পী রূপসী মুমতাজের বেহালা বাদনসহ বেশ কিছু গান, আবৃত্তি ও নৃত্যও পরিবেশিত হয় এদিনের আয়োজনে।

উৎসবের তৃতীয় দিন অর্থাৎ গত ৯ মার্চ বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে পরিবেশিত হয় 'কবিতা ও গানে বঙ্গবন্ধু' শীর্ষক অনুষ্ঠান। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির শিল্পপ্রাঙ্গণে সন্ধ্যা ৬টায় এ অনুষ্ঠান শুরু হয়। বরেণ্য কবি ও আবৃত্তি শিল্পীরা অনুষ্ঠানে কবিতা আবৃত্তি করেন। এছাড়াও, এ আয়োজনে ছিল গ্রন্থপাঠ ও সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। অনুষ্ঠানে কবিতা আবৃত্তি করেন কবি নির্মলেন্দু গুণ, কাজী রোজী, কামাল চৌধুরী, ড. মুহাম্মদ সামাদ, রবীন্দ্র গোপ, তারিক সুজাত ও আসলাম সানি। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট আবৃত্তিশিল্পী সৈয়দ হাসান ইমাম, আশরাফুল আলম, জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্টি হেফাজ, শাহাদাত হোসেন নিপু ও রোকেয়া প্রাচী। বঙ্গবন্ধুর রচনা 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' ও 'কারাগারের রোজনামচা' গ্রন্থ পাঠ করেন বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব রামেন্দু মজুমদার ও আতাউর রহমান। এছাড়াও, অনুষ্ঠানে সাংস্কৃতিক পরিবেশনায় দর্শকদের মোহিত করে ঢাকা সাংস্কৃতিক দল।

'বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক উৎসব'-এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে উৎসবের চতুর্থ দিন, ১০ মার্চ, শনিবার সকাল ১০টায় 'বঙ্গবন্ধুর শৈশব', 'বঙ্গবন্ধুর কৈশোর', বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী', বঙ্গবন্ধুর 'কারাগারের রোজনামচা', 'বঙ্গবন্ধু ও ভাষা আন্দোলন', 'বঙ্গবন্ধু ও গণ আন্দোলন (১৯৪৭-১৯৭৫)' 'বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ', 'বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ', 'বঙ্গবন্ধু দেশ গঠনের সাড়ে তিন বছর (১৯৭২-১৯৭৫)', 'বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবন' এবং '১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে স্বপরিবারে হত্যাকাণ্ড'- এ বিষয়সমূহ নিয়ে ঢাকা মহানগরীর শিশুদের জন্য চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণে ১০ মার্চ বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় চিত্রশালা ভবনে সকাল ৯টা থেকে ১০টা পর্যন্ত নাম নিবন্ধন করে অংশগ্রহণে আগ্রহীরা। চারটি বিভাগে এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বিভাগগুলো হল যথাক্রমে 'ক' বিভাগ (প্লে থেকে প্রথম শ্রেণি), 'খ' বিভাগ (দ্বিতীয় থেকে তৃতীয় শ্রেণি), 'গ' বিভাগ (চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ শ্রেণি) এবং 'ঘ' বিভাগ (সপ্তম থেকে দশম শ্রেণি)।

এগারো দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত 'বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক উৎসব ২০১৮'-এর ধারাবাহিকতায় গত ১১ মার্চ অর্থাৎ উৎসবের পঞ্চম দিন সন্ধ্যা ৬টায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় চিত্রশালা মিলনায়তনে 'দুঃখিনী বাংলা জননী' ও 'মুজিব মানে আর কিছু না' গানের কথায় সমবেত নৃত্য পরিবেশন করে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির নৃত্যশিল্পীরা। দীপা খন্দকারের পরিচালনায় 'বঙ্গবন্ধু জাতির জনক' ও 'অনেক রক্ত দিয়েছি আমরা' গানের কথায় সমবেত নৃত্য পরিবেশন করে তার দল, আনিসুল ইসলাম হিরুর পরিচালনায় 'সাড়ে সাত কোটি মানুষের' ও 'মুজিব আছে বাংলার ঘরে ঘরে' গানের কথায় নৃত্য পরিবেশন করে তার দল, ফারহানা চৌধুরী বেবীর পরিচালনায় 'শোন একটি মুজিবুরের থেকে' ও 'যতদিন রবে পদ্মা মেঘনা' গানের কথায় সমবেত নৃত্য পরিবেশন করে তার দল, ওয়ার্দা রিহাবের পরিচালনায় 'তুমি বিনেরে মুজিব' ও 'বাংলার হিন্দু বাংলার বৌদ্ধ' গানের কথায় নৃত্য পরিবেশন করে তার দল এবং অনিক বোসের পরিচালনায় 'ধন্য মুজিব ধন্য' ও 'তুমি বলেছিলে এবারের সংগ্রাম' গানের কথায় নৃত্য পরিবেশন করে তার দল। আর এ আয়োজনের মাধ্যমেই পরিবেশিত হয় উৎসবের পঞ্চম দিনের আয়োজন 'সুর ও বাণীতে বঙ্গবন্ধু' শীর্ষক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

'দুঃখিনী বাংলা জননী বাংলা আজ কেঁদে কেঁদে কয় আমার মুক্তি কোথায়'

উৎসবের ৬ষ্ঠ দিনে সকাল ১০টা থেকে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালার কালচারাল ডিজিটাল আর্কাইভে অনুষ্ঠিত হয় শিশু চলচ্চিত্র নির্মাণ কর্মশালা এবং বিকাল ৫টায় বঙ্গবন্ধুর উপর নির্মিত প্রামাণ্যচিত্রের প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। শিশুদের জন্য আয়োজিত এ চলচ্চিত্র কর্মশালাই ১২ থেকে ১৬ মার্চ পাঁচ দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হয়।

'বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক উৎসব ২০১৮'-এর এগারো দিনব্যাপী আয়োজনের ধারাবাহিকতায় উৎসবের অষ্টম দিনে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালার কালচারাল ডিজিটাল আর্কাইভে ১২ থেকে ১৬ মার্চ প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে অনুষ্ঠিত হয় শিশু চলচ্চিত্র নির্মাণ কর্মশালা। একইদিন সন্ধ্যা ৬টায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় সংগীত ও নৃত্যকলা কেন্দ্র মিলনায়তনে 'নাটকে বঙ্গবন্ধু' শীর্ষক অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকীর নাট্যায়ন ও নির্দেশনায় লোকনাট্যদল সিদ্ধেশ্বরী পরিবেশনায় মঞ্চস্থ হয় নাটক 'মুজিব মানে মুক্তি' এবং বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি অ্যাক্রোবেটিক দলের পরিবেশনায় প্রদর্শিত হয় অ্যাক্রোবেটিক প্রদর্শনী।

একাডেমির জাতীয় নাট্যশালার কালচারাল ডিজিটাল আর্কাইভে চলতে থাকে ১২ থেকে ১৬ মার্চ পাঁচ দিনব্যাপী শিশু চলচ্চিত্র নির্মাণ কর্মশালা। এদিন, সন্ধ্যা ৬টায় একাডেমির জাতীয় চিত্রশালার মিলনায়তনে বিশেষভাবে সক্ষম শিশুদের নিয়ে অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। আয়োজনে সমবেত সংগীত পরিবেশন করে স্পর্শ, 'একতারা বাজাইও না' গানের কথায় একক সংগীত পরিবেশন করে শিল্পী তানভিরুল আমিন, ছড়াগান পরিবেশন করে শিল্পী বিথী, দেশের গান পরিবেশন করে শিল্পী সোহানা, চল চল চল গানের কথায় কোরিওগ্রাফি করে কারিশমা সাংস্কৃতিক সংগঠন, লালনগীতি পরিবেশন করে শিল্পী এলভি, সোয়াকের পরিবেশনায় দেশের গান করে শিল্পী মাহমুদুল ইমাম রিজভী মারজুক, স্পর্শের পরিবেশনায় নজরুলগীতি পরিবেশন করে শিল্পী বুশরা, সোয়াকের পরিবেশনায় নদীর ধারে শাল বনে গানের কথায় ছড়াগান করে শিল্পী রিহীন আল সাহিব, কারিশমা সাংস্কৃতিক সংগঠনের পরিবেশনায় সুপ্ত ও সাফওয়ান দ্বৈত সংগীত পরিবেশন করে, সম্মিলিত পরীবানু গীতনাট্য পরিবেশন করে স্পর্শ এবং সবশেষে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি অ্যাক্রোবেটিক দলের পরিবেশনায় অনুষ্ঠিত হয় অ্যাক্রোবেটিক পদর্শনী।

> **'আজ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯৯তম জন্মদিন। যে মানুষটি তাঁর শৈশব থেকেই শিখেছেন কিভাবে দেশকে ভালোবাসতে হয় এবং কিভাবে দুঃখী, নিপীড়িত, ও নির্যাতিত সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়াতে হয়। দেশের মানুষ ও তাদের মুক্তির জন্য তিনি তাঁর সমগ্র জীবন কাজ করে গেছেন। আমরা দেখেছি বহু আন্দোলন চলাকালীন সময়ে তিনি অভুক্ত থেকেছেন। বঙ্গবন্ধু একবার দিল্লিতে একটি রাজনৈতিক সম্মেলনে গিয়েছিলেন। তখন তাঁর কাছে যাতায়াতের পর্যাপ্ত অর্থ না থাকায় তিনি ট্রেনে বিপদজনকভাবে ঝুলতে ঝুলতে দিল্লি থেকে রওনা করেছিলেন'**
>
> **-লিয়াকত আলী লাকী**
> মহাপরিচালক, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি

এগারো দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত 'বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক উৎসব ২০১৮'-এর দশম দিনে ৭ই মার্চের ভাষণ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। ঢাকা মহানগরীর শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে ১৬ মার্চ সকাল ১০টা থেকে প্রতিযোগিতা শুরু হয়। উপজেলা পর্যায়ে ২০ মার্চের মধ্যে ও জেলা পর্যায়ে ২৬ মার্চের মধ্যে এ প্রতিযেগিতার সমাপ্তি ঘটে। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের জন্য এদিন আজ ঢাকা মহানগরীর প্রতিযোগিতায় বিচারক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সৈয়দ হাসান ইমাম, ড. ইনামুল হক, এস এম মহসিন, জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়, লাকী ইনাম, ডালিয়া আহমেদ, মো. খালেকুজ্জামান ও হাসান আরিফ। প্রতিযোগিতা শেষে ফলাফল ঘোষণা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী। প্রতিযোগিতায় প্রাথমিক পর্যায়ে প্রথম স্থান অধিকার করে শেখ মো. ওবায়ল্লা ঈসা, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে নোশিন তাবাসসুম তানহা এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করে মো. সাফওয়ান আল নাহিয়ান। মাধ্যমিক পর্যায়ে প্রথম স্থান অধিকার করে আনিকা মারজান, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে তামিমা সুলতানা এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করে ইরফান নাজির রাফি এবং উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে প্রথম স্থান অধিকার করে খন্দকার হুমায়রা ইসলাম, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে মাহমুদুল হাসান মাহমুদ এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করে ফারজানা তন্বী।

'বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক উৎসব ২০১৮'-এর সমাপনী দিনে এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯৯তম জন্মদিবস ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে শিল্পকলা একাডেমি প্রাঙ্গণ ও জাতীয় নাট্যশালা মিলনায়তনে সকাল ১০টা থেকে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়। এসব আয়োজনের মধ্য ছিল আড়াই হাজার বর্গফুট ক্যানভাসে চিত্রাঙ্কন, বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি অঙ্কন, বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদান, পাপেট শো, অ্যাক্রোবেটিক প্রদর্শনী ও শিশুদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এদিন, সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় চিত্রশালা মিলনায়তনে শিশুদের জন্য অনুষ্ঠিত হয় বিশেষ চলচ্চিত্র প্রদর্শনী 'আঁখি ও তার বন্ধুরা'।

উৎসবের সমাপনী দিনের বক্তব্যে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী বলেন, 'আজ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯৯তম জন্মদিন। যে মানুষটি তাঁর শৈশব থেকেই শিখেছেন কিভাবে দেশকে ভালোবাসতে হয় এবং কিভাবে দুঃখী, নিপীড়িত, ও নির্যাতিত সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়াতে হয়। দেশের মানুষ ও তাদের মুক্তির জন্য তিনি তাঁর সমগ্র জীবন কাজ করে গেছেন। আমরা দেখেছি বহু আন্দোলন চলাকালীন সময়ে তিনি অভুক্ত থেকেছেন। বঙ্গবন্ধু একবার দিল্লিতে একটি রাজনৈতিক সম্মেলনে গিয়েছিলেন। তখন তাঁর কাছে যাতায়াতের পর্যাপ্ত অর্থ না থাকায় তিনি ট্রেনে বিপদজনকভাবে ঝুলতে ঝুলতে দিল্লি থেকে রওনা করেছিলেন। যদি সেই মানুষটি সে সময় কোন দুর্ঘটনার কবলে পড়তেন, তাহলে তো আমরা আজকে এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারতাম না। আমাদের একটি পতাকা হতো না, আমাদের একটি দেশ হতো না। সারাবিশ্বের দুই শতাধিকের বেশি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ আজ আলোচিত, ওইদিন ওই দুর্ঘটনা ঘটলে এটা আর সম্ভব হতো না।'

তিনি আরও বলেন, 'এই মহান নেতার সংগ্রামের ইতিহাস থেকে আমরা জানি যে, তিনি ভাষা আন্দোলন শুরু করেছিলেন ১৯৪৭ সালের জুন মাস থেকে যখন পাকিস্তান হয়নি। তাঁর সঙ্গে তখন ছিলেন

জাতীয় চার নেতার অন্যতম নেতা তাজউদ্দিন আহমদ। তিনি পেছন থেকে নেতৃত্ব দিতে বিশ্বাস করতেন। তাঁর অন্তরাল থেকে দেয়া বহু আন্দোলনের বিনিময়েই আমরা আজকের বাংলাদেশের মতো একটি দেশ পেয়েছি। যেমন ৫২' এর আন্দোলন, ৫৪' এর আন্দোলন, ৬২'এর আন্দোলন, ৬ দফা আন্দোলন, ৬৯' এর আন্দোলন এবং অবশেষে মুক্তিযুদ্ধ। ৭০ সালের নির্বাচনে আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করলেও আমাদেরকে ক্ষমতা দেয়া হয়নি, উপরন্তু ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ আমাদের ওপর তারা চালিয়েছে বর্বরতম গণহত্যা। সারা বাংলাদেশের ৩০ লাখ মানুষকে হত্যা করেছে, ২ থেকে ৩ লাখ মা-বোনের সম্ভ্রম কেড়ে নিয়েছে। এর বিনিময়ে আমরা পেয়েছি বাংলাদেশ। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর মাত্র সাড়ে তিন বছরে বঙ্গবন্ধু এদেশে যে মৌলিক কাজগুলো করেছেন সেগুলোই কিন্তু আজকে উন্নয়নের মহাসড়কে থাকা বাংলাদেশের ভিত্তিপ্রস্তর হিসেবে ধরা হয়। মহান এই মানুষটিকে ১৯৭৫ সালে স্বপরিবারে হত্যা করা হয়। কত বিকৃত মিথ্যা ছড়িয়ে দেয়া হয়েছিল তাঁর নামে, জনগণ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল। আমাদের শিল্পীরাই তখন আমাদের গল্পে, কবিতায় ও গানে - শিল্পের নানান রূপে বঙ্গবন্ধুকে ফিরিয়ে এনেছেন। আজ তাঁর ৯৯তম জন্মদিনে তাঁকে আমরা শুভেচ্ছা জানাই। কিউবার ফিদেল ক্যাস্ট্রো ও নেলসন ম্যান্ডেলা- বিশ্বে যে দু'জন মহান নেতা আছেন, সেই দুই দেশের শিশুরা যদি তাদের মহান নেতার সম্পর্কে কোন কটু কথা শোনে তাহলে সমস্বরে প্রতিবাদ করে ওঠে। আজ আমরাও এই আয়োজন থেকে ঘোষণা করতে চাই, কেউ যেন আমাদের মহান নেতাকে নিয়ে বিকৃত কথা না বলে, কটু কথা না বলে কেননা তা হবে দেশদ্রোহিতারই নামান্তর। এছাড়াও, যারা এ দেশটিকে জঙ্গিবাদী দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চায়, সাইবার অপরাধের মাধ্যমে দেশের ক্ষতি করতে চায় তাদের বিরুদ্ধে আমরা প্রতিবাদ গড়ে তুলতে চাই। আরেকটি ঘোষণা আজ না দিলেই নয়। বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। আমরা আগামী ২২শে মার্চ জাতীয়ভাবে দেশব্যপী এই স্বীকৃতি উদযাপন করবো। ২০৪১ সালে বাংলাদেশ হবে উন্নত দেশ। আমাদের এই লক্ষ্যপূরণ করার জন্য সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করবে আমাদের শিশু-কিশোররা। এই প্রয়াসের মাধ্যমে আমরা বঙ্গবন্ধু জীবনভর যে সংগ্রাম তার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে পারি।

বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে 'পাটগান'

ক্যানভাসে ৭ই মার্চের কালজয়ী ভাষণ

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ বাঙালি জাতির স্বপ্নদ্রষ্টা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে ইতিহাসের অনন্য ভাষণটি দেন। মাত্র উনিশ মিনিটের ওই ভাষণে তিনি গোটা বাঙালির প্রাণের সমস্ত আকুতি ঢেলে দিয়েছিলেন। এ ভাষণ ছিল, অধিকার-বঞ্চিত বাঙালির শত বছরের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নের উচ্চারণে সমৃদ্ধ। তাই, বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসে ৭ই মার্চ এক সমুজ্জ্বল মাইলফলক। সেদিন বঙ্গবন্ধু কেবল ২৩ বছরের পাকিস্তানিদের অত্যাচার-নিপীড়ন আর সীমাহীন বঞ্চনা থেকে মুক্তির জয় বার্তাই করেননি এর পাশাপাশি, বাঙালির সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির রূপরেখাও ছিল তাঁর ওই ভাষণে। পাকিস্তানি শাষক বাহিনীর শোষণ, নিপীড়ন ও নিষ্পেষণের শৃংঙ্খল ভাঙতে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের কালজয়ী ভাষণ উজ্জীবিত করেছিল বাঙালি জাতিকে। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ এ ভাষণের মধ্য দিয়েই নিরস্ত্র বাঙালি একটি সশস্ত্র জাতিতে পরিণত হয় এবং স্বাধীনতা অর্জনে অভিষ্ট লক্ষ্যের পথে এগিয়ে যায়। গত বছরের ৩০ অক্টোবর ফ্রান্সের প্যারিসে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণকে 'মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড' তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার ঘোষণা দেয় জাতিসংঘের শিক্ষা-বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিবিষয়ক সংস্থা। এ ভাষণ বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের শান্তি, স্থিতিশীলতা ও পারস্পরিকতার বোঝাপড়ায় সহায়ক হবে এ প্রত্যাশায় এ ঘোষণা দেয়া হয়। আমাদের ৭ই মার্চের ভাষণ বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ প্রামাণ্য ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতির উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি গত ৭ থেকে ১৭ মার্চ পর্যন্ত আয়োজন করে 'বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক উৎসব'। এ উৎসবঅংশ হিসেবে আয়োজন করা হয় একটি আর্টক্যাম্পের। যে আর্টক্যাম্পে দেশের বিশিষ্ট ৪৭ জন শিল্পী এ ভাষণের বিষয় নিয়ে বিভিন্ন আঙ্গিকে ছবি আঁকেন। তাঁদের ক্যানভাসে উঠে আসে ভাষণের প্রাসঙ্গিক নানান ভাবনা ও দর্শন। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির চারুকলা বিভাগের উদ্যোগে '৭ই মার্চের ভাষণ: বাঙালির স্বাধীনতার মাইলফলক' শীর্ষক এ আর্টক্যাম্পটি ৭ মার্চ বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির চিত্রশালা প্লাজায় সকাল ১০ টায় শুরু হয়। দিনব্যাপী এ আর্টক্যাম্পের উদ্বোধন করেন শিল্পী সমরজিৎ রায় চৌধুরী। এ সময় আরও বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী, শিল্পী হামিদুজ্জামান খান, শিল্পী জামাল আহমেদ ও শিল্পী ফরিদা জামান।

সমরজিৎ রায় চৌধুরী আর্টক্যাম্পের উদ্বোধনী ভাষণে বলেন, 'যে লক্ষ্যে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৭ই মার্চের ভাষণ দিয়েছিলেন, সেই আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নে শিল্পীরা এই আর্টক্যাম্পে ছবি আঁকেন। এ ক্যাম্প থেকে যে সব চিত্রকর্ম শিল্পীরা উপহার দেবেন, তা এ জাতির শিল্পকর্মের ইতিহাসে অনন্য সম্পদ হয়ে থাকবে।'

৭ই মার্চের ভাষণ বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ প্রামাণ্য ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতির উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি গত ৭ থেকে ১৭ মার্চ পর্যন্ত আয়োজন করে 'বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক উৎসব'। এ উৎসব অংশ হিসেবে আয়োজন করা হয় একটি আর্টক্যাম্পের। যে আর্টক্যাম্পে দেশের বিশিষ্ট ৪৭ জন শিল্পী এ ভাষণের বিষয় নিয়ে বিভিন্ন আঙ্গিকে ছবি আঁকেন

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক ও নাট্য-সংস্কৃতিজন লিয়াকত আলী লাকী বলেন, 'আজকে যে সব গুণী শিল্পীরা এই আর্টক্যাম্পে ছবি আঁকছেন তাদের মধ্যে কেউ কেউ ৭ই মার্চের ভাষণের প্রত্যক্ষদর্শী। ২০৪১ সালে যখন দেশ উন্নত দেশে পরিণত হবে, তখন এই শিল্পীরা হয় তো বেঁচে নাও থাকতে পারেন। তাদের এই ঐতিহাসিক কাজ ও ঘটনা স্মৃতি হয়ে থাকবে। চিত্রকর্মেও ৭ই মার্চের ভাষণকে সংরক্ষণের জন্য এই ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হলো। বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণের উপর ছবি এঁকে এ শিল্পীরা তাদের মহান দায়িত্ব পালন করলেন।'

দেশের খ্যাতনামা শিল্পীদের সঙ্গে একদল তরুণ শিল্পীও আর্টক্যাম্পে অংশ নেন। আর্টক্যাম্পে অংশগ্রহণকারী শিল্পীরা হলেন: শিল্পী সমরজিৎ রায় চৌধুরী, শিল্পী হামিদুজ্জামান খান, শিল্পী শাহাবুদ্দিন আহমেদ, শিল্পী অলকেশ ঘোষ, শিল্পী জামাল আহমেদ, শিল্পী ড. ফরিদা জামান, শিল্পী নাসিম আহমেদ নাদভী, শিল্পী নাঈমা হক, শিল্পী নাজমা আকতার, শিল্পী রোকেয়া সুলতানা, শিল্পী রেজাউন নবী, শিল্পী আতিয়া ইসলাম এ্যানি, শিল্পী ড. মোহাম্মদ ইকবাল, শিল্পী আব্দুস সাত্তার তৌফিক, শিল্পী মোখলেসুর রহমান, শিল্পী সমীরণ চৌধুরী,

বাকি অংশ ১০ পাতায়

আর্টক্যাম্প

বঙ্গবন্ধু
সাংস্কৃতিক উৎসব
৭-১৭ মার্চ ২০১৮
আয়োজনে
সৃজনশীল বাংলাদেশ
বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি
BANGLADESH SHILPAKALA ACADEMY
National Academy of Fine and Performing Arts

কবিতায় স্বাধীনতার মহান কবি

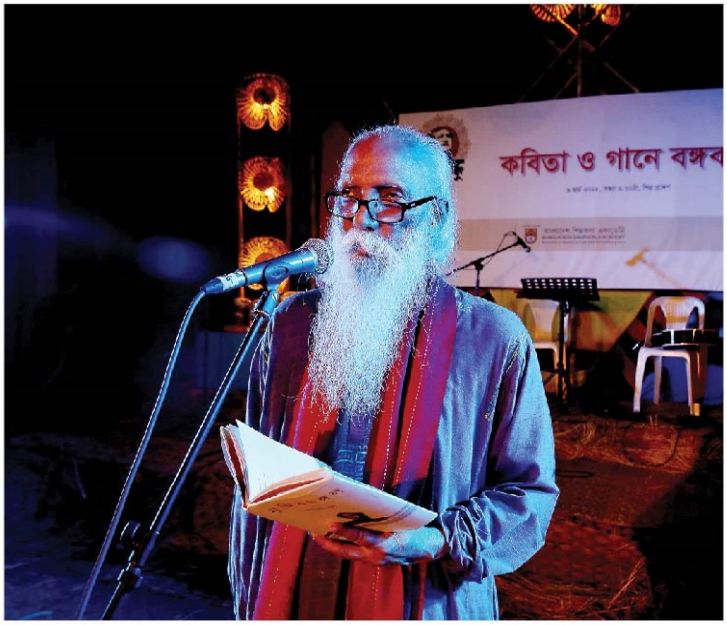

প্রতিটি জাতি ও রাষ্ট্রের স্বাধীনতাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে প্রয়োজন হয় যোগ্য নেতৃত্বের। বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তেমনি একটি অবিস্মরণীয় নাম। যে নামের সাথে জড়িয়ে আছে বাঙালি জাতিসত্তার শৌর্যবীর্যের আত্মগরিমা। একটি জাতির স্বাধীনতা অর্জনই ছিল বঙ্গবন্ধুর অবিচল লক্ষ্য। যে কোনভাবেই একটি রাষ্ট্রের জন্ম হোক, একটি জাতি মাথা উঁচু করে বিশ্বের দরবারে দাঁড়াক- সেটাই ছিল তাঁর প্রত্যয়। সেই জাতির নাম বাঙালি, সেই রাষ্ট্রের নাম বংলাদেশ।

পঁচাত্তরের ১৫ই আগস্টের কালরাতে জাতির জনককে সপরিবারে হত্যা করা হয়। কেনো এই নির্মম হত্যাযজ্ঞটি ঘটানো হয়েছিল তা গত প্রায় ৪৩ বছরে ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে জাতির সামনে। একটি কুচক্রী মহল চেয়েছিল বাংলাদেশের, বাঙালি জাতির মেরুদণ্ড ভেঙে দিতে। আর তা করতে স্বাধীনতার মহান স্থপতিকে হনন করাটাকেই তারা বেছে নিয়েছিল সর্বাগ্রে। একটি মহল মনে করেছিল, হত্যার মাধ্যমেই শেখ মুজিব এবং তাঁর আদর্শকে বাংলার মাটি থেকে চিরতরে মুছে ফেলা যাবে। কিন্তু ইতিহাসের পরিক্রমায় দেখা গেছে, জীবিত মুজিবের চেয়ে চিরবিদায় গ্রহণকারী শেখ মুজিব ক্রমশই জনপ্রিয় হয়ে উঠছেন বিশ্বলোকে, প্রজন্মের পর প্রজন্মের গহীন হৃদয়ে। শুধু রাজনীতিতেই নয়, শিল্প-সাহিত্যে ও সংস্কৃতিতেও শেখ মুজিব হয়ে উঠেছেন প্রজন্মের আলোকবর্তিকা।

যে কোনো মহামানব বা মহানায়কের মাহাত্ম্য বর্ণনা সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রভাষার শিল্প-সাহিত্যের অন্যতম অনুষঙ্গ। বাংলা ভাষার শিল্প, সাহিত্য ও সংগীতও এর ব্যতিক্রম নয়। বাংলা ভাষার শিল্প, সাহিত্য ও সংগীতের মাধ্যমেও উচ্চারিত হয়েছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কথা। স্থানিক এবং ভাষিক শিল্পকলার বর্ণনায় একটি ঘটনা যেমন অমরতা পায়, সত্যান্বেষী একটি পংক্তিও তেমনি প্রজন্মের জন্য রচনা করে যায় প্রতিটি ভোরের আলোর স্তম্ভ।

বঙ্গবন্ধুও ঠিক তেমন। অন্নদাশঙ্কর রায় প্রথম কবি, যিনি বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কবিতা লিখেছেন। আধুনিক বাংলা গানের গীতিকার গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে প্রথম গান রচনা করেন। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ এবং যুদ্ধোত্তর সময়ে রচিত হয়েছে অনেক কবিতা। যেসব রচনায় উঠে এসেছে শেখ মুজিবুর রহমানের কৃতিত্বের কথা। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে যেসব কবিরা কবিতা লিখেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম কবি মহাদেব সাহা। কবিতায় মহাদেব সাহা দেখিয়েছেন বাংলার প্রকৃতি, ফুল, পাখি, নদী ও আকাশ সবই বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কবিতা লিখেছে। মহাদেব সাহা দৃপ্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করেন-

'আমি আমার সমস্ত কবিত্ব শক্তি উজাড় করে
যে-কবিতা লিখেছি তার নাম শেখ মুজিব,
এই মুহূর্তে আর কোনো নতুন কবিতা লিখতে
পারবো না আমি
কিন্তু এই যে প্রতিদিন বাংলার প্রকৃতিতে ফুটছে
নতুন ফুল
শাপলা-পদ্ম-গোলাপ সেই গোলাপের বুক জুড়ে
ফুটে আছে মুজিবের মুখ।'

কবি শামসুর রাহমান বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লিখেছেন অসংখ্য কবিতা। বঙ্গবন্ধুর মহাপ্রয়াণেও যেনো তিনি বেঁচে আছেন প্রকৃতির মাঝে এমনটিই তিনি বলেছেন 'তিনি এসেছেন ফিরে' কবিতায়।

'লতাগুল্ম বাঁশঝাড়, বাবুই পাখির বাসা আর
মধুমতি নদীটির বুক থেকে বেদনা বিহ্বল
ধ্বনি উঠে মেঘমালা ছুঁয়ে
ব্যাপক ছড়িয়ে পড়ে সারা বাংলায়।
এখন তো তিনি নেই, তবু সেই ধ্বনি আজ শুধু
তাঁরই কথা বলে।'

কবি নির্মলেন্দু গুণ তাঁর 'আমি আজ কারো রক্ত চাইতে আসিনি' শিরোনামের কবিতায় রচনা করেছেন-

'সমবেত সকলের মতো আমিও গোলাপ ফুল খুব
ভালোবাসি,
রেসকোর্স পার হয়ে যেতে সেইসব গোলাপের একটি
গোলাপ
গতকাল আমাকে বলেছে,
আমি যেন কবিতায় শেখ মুজিবের কথা বলি।'

জসীমউদ্দীন ১৯৭১ সালের অগ্নিগর্ভ সময়ে বঙ্গবন্ধুকে স্মরণ করেছেন এই প্রত্যয়দীপ্ত শব্দগুচ্ছে-

'মুজিবুর রহমান
ওই নাম যেন বিসুভিয়াসের অগ্নি উগারী বান।
বঙ্গদেশের এ প্রান্ত হতে সকল প্রান্ত ছেয়ে
জ্বালায় জ্বলিছে মহা-কালানল ঝঞ্ঝা অশনি যেয়ে'

> ১৯৭০ থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত নিউইয়র্কের গণ গ্রন্থাগারের দায়িত্বে ছিলেন মার্কোস প্যান্টানি নামে একজন গ্রন্থাগারিক। তিনি বলেছেন, একাত্তর সালে যখন বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ চলছিল তখন মার্কিনি পাঠকরা উদগ্রীব থাকতেন, বাংলাদেশে কি নির্মম গণহত্যা হচ্ছে, শেখ মুজিব কোথায় আছেন, কেমন আছেন তা ভেবে। একজন মুজিব সে সময়েই গোটা বিশ্বের মুক্তিকামী মানুষের প্রতিভূতে পরিণত হয়েছিলেন

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের লেখা 'শোনো একটি মুজিবুরের থেকে' কবিতাটি, যা গান হিসেবে এখনো সমান জনপ্রিয়।

'শোনো একটি মুজিবরের থেকে,
লক্ষ্য মুজিবরের কণ্ঠস্বরের ধ্বনি,
প্রতিধ্বনি,
আকাশে বাতাসে উঠে রণি।
বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ।'

সব্যসাচী কবি সৈয়দ শামসুল হক তাঁর 'আমার পরিচয়' কবিতায় বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে লিখেছেন, 'এই ইতিহাস ভুলে যাবো আজ, আমি কি তেমন সন্তান?' যখন আমার জনকের নাম শেখ মুজিবুর রহমান; তাঁরই ইতিহাস প্রেরণায় আমি বাংলায় পথ চলি- চোখে নীলাকাশ, বুকে বিশ্বাস, পায়ে উর্বর পলি।'

'বাঙালি, একটি ফিনিক্সপাখি' শিরোনামের কবিতায় কবি আখতারুজ্জামান আজাদ বঙ্গবন্ধুর হত্যাকে বলেছেন বাঙালি জাতির সপরিবারের হত্যা। বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণের কথা কবির মনে পরে যায় পথচলায়। কবি বলেন-

'আমরা বাহান্নতে মরেছি দলে দলে,
আমরা একাত্তরে মরেছি ঝাঁকে ঝাঁকে,
আমরা পঁচাত্তরে মরেছি সপরিবারে।'

তাঁর শাণিত আঙুল উচ্চকিত হয়েছিল সাতই মার্চে। তিনি বলেছিলেন, এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম। না, মুক্তির সংগ্রাম থামেনি। আর থামেনি বলেই মুজিব এখনও অপরিহার্য আমাদের সমাজ জীবনে, আমাদের রাষ্ট্রীয় জীবনে ও প্রাত্যহিক ভাবনার তালিকায়।

আমাদের সত্তায় সমান হয়ে প্রতিদিন ভোরে যে সূর্য উঠে, সেই সূর্যের গল্প শুনিয়েছেন কবি রবীন্দ্র গোপ তাঁর 'একটি সূর্যের গল্প' কবিতায়। তিনি বলেছেন, 'প্রতিবার ঝড়ের তাণ্ডবে তোমাকে স্মরণ করি, হে সূর্য, হে স্বাধীনতা, হে মুজিব, হে পিতা।' যে দেশে এখনও ষোল কোটি মানুষ মনেপ্রাণে লালন করে একাত্তরের সেই অগ্নিজয়ী চেতনা, সে দেশের মানুষ পরাজিত হতে পারে না। তারা জাগবেই। তারা গড়বেই বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাদেশ।

দারুণ মিছিল আসে মানুষের মুক্তির মিছিল
আসে চাষা আসে চাষী অস্ত্র তুলে নেয়
আসে ছাত্র আসে যুবা অগ্নি জ্বেলে দ্যায়
আসে মাতা আসে মাল্লা মুক্তির নৌকায়
শ্রমিক মজুর আসে আসে সাড়ে সাত কোটি বাঙালি
আসে
ঘরে ঘরে জেগে ওঠে একেকটি শেখ মুজিবুর
[মানুষ জাগবে ফের/আনিসুল হক]

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের যে বিশালতা, তার সঙ্গে কিসের তুলনা করা চলে? আকাশের সঙ্গে? সমুদ্রের সঙ্গে? এমন অনেক প্রশ্ন করা যায়। দেশের কৃতী বুদ্ধিজীবী ড. জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী এ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'এই হৃদয়বান পুরুষটি যে নিজেও দেশের হৃদয় জয় করেছেন, যেনো এর চেয়ে সহজ সত্য আর হয় না। বঙ্গবন্ধু মুজিব যে এখনও, স্বদেশে ও প্রবাসে, সব বাঙালির প্রাণের সম্রাট- এই সত্যটির এক প্রবল ও আন্তরিক উচ্চারণ, এই বিবেচনায়।'

বাংলা সাহিত্যের প্রধান নারীকবি সুফিয়া কামাল বঙ্গবন্ধুকে আবার বাংলাদেশের বুকে ফিরে আসার আহ্বান জানাচ্ছেন এভাবে-

'এই বাংলার আকাশ বাতাস
সাগরগিরি ও নদী
ডাকিছে তোমারে বঙ্গবন্ধু
আবার আসিতে যদি।'

কবি আবু জাফর তাঁর 'বঙ্গবন্ধু মানে' কবিতায়

বাকি অংশ ১১ পাতায়

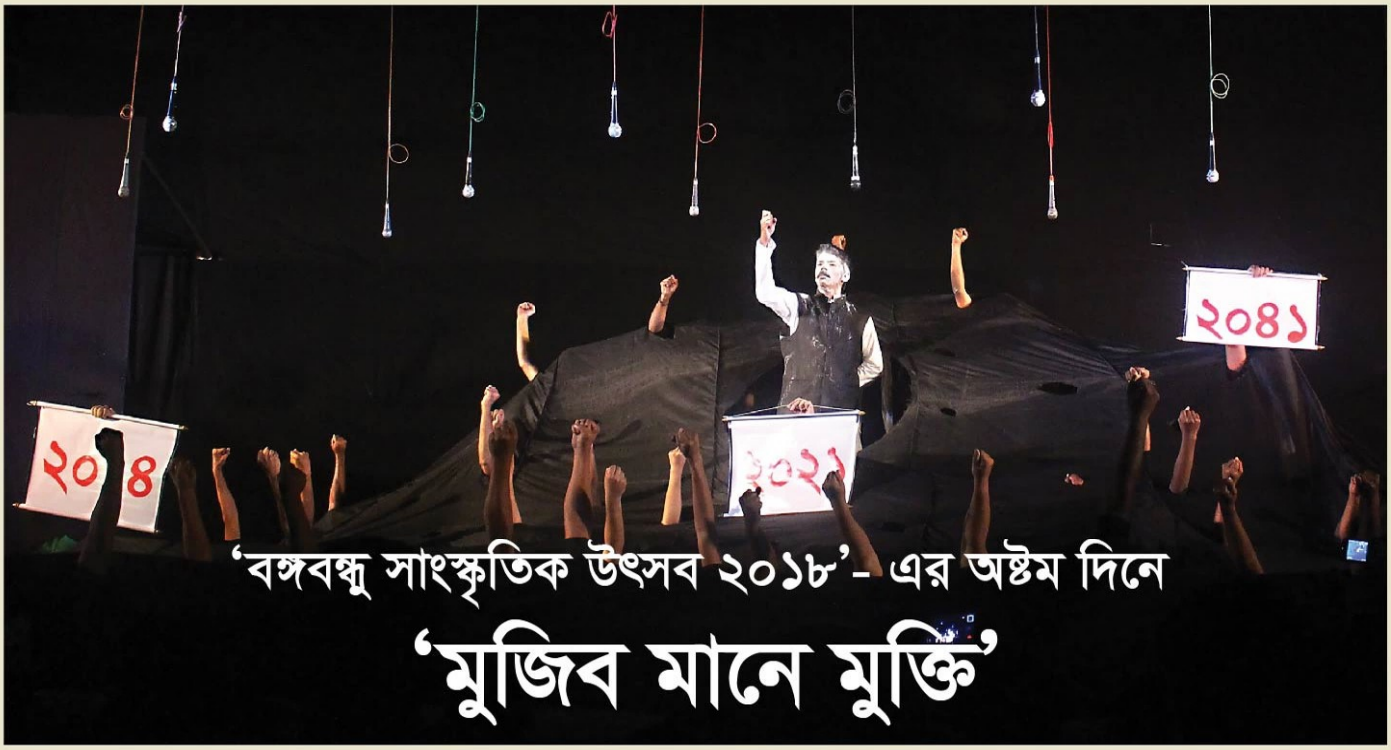

‘বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক উৎসব ২০১৮’- এর অষ্টম দিনে

‘মুজিব মানে মুক্তি’

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের বিশ্বস্বীকৃতি উপলক্ষে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি গত ৭ থেকে ১৭ মার্চ আয়োজন করে ‘বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক উৎসব ২০১৮’। এ উৎসবের নানা আয়োজনের মধ্যে ছিল স্বরচিত কবিতা পাঠ, নৃত্য প্রযোজনা, সুর ও বাণীতে বঙ্গবন্ধু, চলচ্চিত্রনির্মাণ কর্মশালা, নাটক, অ্যাক্রোবেটিক প্রদর্শনী, প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনী, ঢাকা মহানগরসহ দেশব্যাপী চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা সহ ৭ই মার্চের ভাষণ প্রতিযোগিতা। এ উৎসবের অংশ হিসেবে উৎসব চলাকালীন অষ্টম দিন অর্থাৎ ১৪ মার্চ বুধবার সন্ধ্যায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির সংগীত ও নৃত্যকলা মিলনায়তনে বিশিষ্ট অভিনেতা ও নাট্যনির্দেশক লিয়াকত আলি লাকির পরিকল্পনা, গ্রন্থায়ন, নাট্যায়ন ও নির্দেশনায় ‘মুজিব মানেই মুক্তি’ মঞ্চস্থ করে লোকনাট্যদল সিদ্ধেশ্বরীর নাট্যকর্মীরা।

ইতিহাসের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের এই রূপকারের জীবন ও কর্ম নিয়ে রচিত নাটক ‘মুজিব মানে মুক্তি’। নাটকে বঙ্গবন্ধুর চরিত্রে অভিনয় করেন লোকনাট্যদল সিদ্ধেশ্বরীর জিয়াউদ্দিন শিপন। এছাড়াও, নাটকের অন্যান্য কুশীলবরা হলেন- নাবিল আহমেদ, আবির হোসেন অঙ্কন, আজিজুর রহমান সুজন, জুলফিকার আলী বাবু, মিজানুর রহমান, মূসা রুবেল, আমিনুল ইসলাম অহন, রাসেল রানা রাজু, তাজুল ইসলাম, মরিয়াম খান অ্যানি, আক্তার হোসেন, খাদিজা মোস্তারী মাহিন, হাবিবুর রহমান, মুক্তা আক্তার, নুর নবী, মারিয়াম আক্তার, পলি কুজুর, মোমিনুল ইসলাম, প্রিয়াংকা বিশ্বাস মেঘলা, মো. শাহ আলম সরকার (রঞ্জু), সুজন মাহাবুব, মুমু মাসুদ, আজমেরী এলাহী নীতি, শিল্পী এলাহী প্রমুখ।

বঙ্গবন্ধুর মহান সংগ্রামী জীবনভিত্তিক ঐতিহাসিক নাট্যাখ্যান ‘মুজিব মানে মুক্তি’- তে আবহমান বাংলার হাজার বছরের ইতিহাস, সংস্কৃতি, শোষণ-বঞ্চনা, দ্রোহ ও মুক্তির স্বপ্ন বিনির্মাণ মূল উপপাদ্য। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন, তেইশ বছরের পাকিস্তানি অপশাসন, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ, বঙ্গবন্ধুর সাড়ে তিন বছরে দেশ গঠন এবং তার মহাপ্রয়াণ নিয়েই মঞ্চস্থ হয় ‘মুজিব মানেই মুক্তি’। স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবন তুলে ধরার মধ্য দিয়েই নাটকে উঠে এসেছে দেশভাগ, মাতৃভাষার দাবিতে বাঙালির সংগ্রাম আর আত্মাহুতির ইতিহাস। উঠে এসেছে মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট, পশ্চিম পাকিস্তানিদের নির্যাতন আর বৈষম্যের প্রতিবাদে গড়ে ওঠা বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমি। মাতৃভূমিকে হানাদারমুক্ত করতে ঝাঁপিয়ে পরা বাঙালির প্রাণের দামে কেনা বিজয়ের গল্প।

নাটকের শুরুতে দেখা যায়, কিশোর মুজিব সকল ধর্মের ও গোত্রের ছেলেমেয়েদের সাথে গান, বাজনা, খেলাধুলা, কৃষক সমাজের সাথে ও সংস্কৃতি অঙ্গনে অন্যদের সাথে নিয়ে নানা ধরনের কাজে সময় কাটান। তাদের সুখ-দুঃখের সাথী হয়ে নিজের জীবনকে আন্দোলন সংগ্রামের মধ্যদিয়ে পরিশীলিতভাবে গড়ে তুলছেন। নাটকে বঙ্গবন্ধুর ছাত্রাবস্থা, রাজনৈতিক জীবনে আন্দোলন ও সংগ্রামে লিপ্ত থাকার ইতিহাস ওঠে এসেছে। জাতির জনকের শৈশব, কৈশোর, যৌবন, সংগ্রামী জীবন ও তাঁর মহাপ্রয়াণ ক্রমান্বয়ে নাটকে সন্নিবেশিত হয়েছে। পাক হানাদার বাহিনী ও তাদের সহযোগী যুদ্ধাপরাধীদের হিংস্র চিত্রও তুলে ধরা হয়েছে এ নাটকে। আবহমান বাংলার হাজার বছরের ইতিহাস, সংস্কৃতি, শোষণ, বঞ্চনা, দ্রোহ ও মুক্তির স্বপ্ন বিনির্মাণে বঙ্গবন্ধুর মুক্তি সংগ্রাম ও তার স্বাধীনতা ঘোষণা এবং একাত্তরে তাঁর নেতৃত্বে নয়মাসের মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনের বিষয়ই নাটকটির মূল উপজীব্য হয়েছে।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন, সংগ্রাম ও মহাপ্রয়াণভিত্তিক রাজনৈতিক আলেখ্য ‘মুজিব মানে মুক্তি’- তে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ধারাবাহিক ইতিহাসের সাথে বঙ্গবন্ধুর শৈশব, কৈশোর, যৌবন, মহান সংগ্রামী জীবন ও মহাপ্রয়াণ ক্রমান্বয়ে সন্নিবেশিত হয়েছে। পাক-হানাদারদের সহযোগী যুদ্ধাপরাধীদের হিংস্র চিত্রও তুলে ধরা হয়েছে নাটকটিতে। তাই ‘মুজিব মানে মুক্তি’ নাটকটি ইতিহাস, বঙ্গবন্ধুর জীবন নিয়ে রচিত বিশেষ প্রযোজনা।

এ নাটক নিয়ে নাটকের নির্দেশক লিয়াকত আলী লাকী বলেন, ‘ইতিহাসনির্ভর নাট্যনির্মাণ চিরকালই কঠিন কাজ। আর একজন মহাপুরুষের সংগ্রামী জীবন নিয়ে শিল্প নির্মাণ আরো কঠিন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জীবন দর্শন, রাজনৈতিক দর্শন, স্বপ্ন ও সংগ্রাম, তাঁর বিভিন্ন সময়ের বক্তব্য নাটকের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। কর্মের ভেতর দিয়ে তার দেশপ্রেম, একটি জাতির মুক্তির পথ নির্মাণ এবং ‘বাংলা’ নামে দেশ স্থাপন সংগীত, কোরিওগ্রাফ ও কবিতার মধ্য দিয়ে উপস্থাপিত হয়েছে। ফিজিক্যাল থিয়েটারের উপাদান এবং বিভিন্ন ইমেজ ব্যবহার করতে হয়েছে ইতিহাস এবং মহামানবের জীবন, স্বপ্ন ও সংগ্রামের ছবি আঁকতে গিয়ে। ইতিহাসের শিল্পিত উপস্থাপন ও জাতির পিতার একটি জাতি ও দেশ নির্মাণ এবং তাঁর মহাপ্রয়াণে নিরীক্ষাধর্মী শিল্প শৈলী, নানা ইমেজ ও কোরিওগ্রাফের ভেতর দিয়ে উপস্থাপনই এই প্রযোজনার মূল কর্ম।

ইতিহাসের সত্যের চেয়ে শিল্পের সত্য অনেক বেশি শক্তিশালী। একটি আবেগ আশ্রিত কাব্যিক শিল্প উপস্থাপন ‘মুজিব মানে মুক্তি’। প্রতীকধর্মী নাটকে ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় প্রতিটি স্তরে বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামে অংশগ্রহণের বিষয়গুলো অভিনেতারা নিখুঁতভাবে গান ও শারীরিক কসরতের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন। নাটকটিতে ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ ও সংগ্রামের প্রায় পনেরটি গান সংযোজিত হয়েছে। গানগুলোর মধ্যে রয়েছে, জন্ম আমার ধন্য হলো মাগো, বাংলা-বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি, ধনধান্যে পুষ্পে ভরা, ও আমার বাংলা মাগো, তোমার আমার ঠিকানা, ও ভাই খাঁটি সোনার চেয়ে খাঁটি, তাকদুম তাকদুম বাজাই বাংলাদেশের ঢোল, বাংলার মজদুর বাংলার কিষান এবং মানুষ ভজলে। নাটকটিতে সংগীত বিন্যাস করেন ইয়াসমীন আলী, মাহাবুব রাব্বী তনয়, ঈশিতা চাকী, মো. আব্দুল্লাহেল রাফী তালুকদার, এম এ মোমিন, শাহানাজ আক্তার, তালবিদা আলী মীম, মো. সোহানুর রহমান, রোকসানা আকতার রূপসা, রাই কৃষ্ণ দাস, সুচিত্রা রানী সূত্রধর। নাটকটিতে শব্দ প্রক্ষেপণের কাজটি করেন শাহরিয়ার কামাল।

১৪ মার্চ বুধবার সন্ধ্যায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির সংগীত ও নৃত্যকলা মিলনায়তনে বিশিষ্ট অভিনেতা ও নাট্যনির্দেশক লিয়াকত আলি লাকির পরিকল্পনা, গ্রন্থায়ন, নাট্যায়ন ও নির্দেশনায় ‘মুজিব মানেই মুক্তি’ মঞ্চস্থ করে লোকনাট্যদল সিদ্ধেশ্বরীর নাট্যকর্মীরা। ইতিহাসের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের এই রূপকারের জীবন ও কর্ম নিয়ে রচিত নাটক ‘মুজিব মানে মুক্তি’

বঙ্গবন্ধু
সাংস্কৃতিক উৎসব
৭-১৭ মার্চ ২০১৮

আয়োজনে
সৃজনশীল বাংলাদেশ
বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি
BANGLADESH SHILPAKALA ACADEMY
National Academy of Fine and Performing Arts

বঙ্গবন্ধু
সাংস্কৃতিক উৎসব
৭-১৭ মার্চ ২০১৮

আয়োজনে
সৃজনশীল বাংলাদেশ
বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি
BANGLADESH SHILPAKALA ACADEMY
National Academy of Fine and Performing Arts

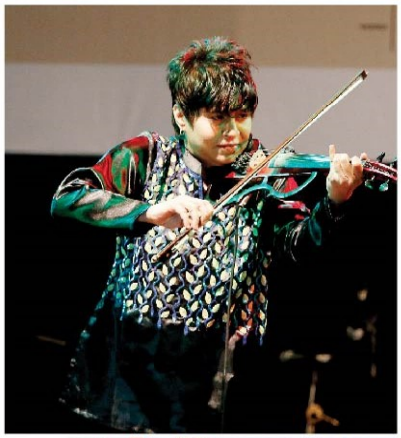

নানা রকম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের মধ্যদিয়ে উদযাপিত হয় এগারো দিনব্যাপী 'বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক উৎসব ২০১৮'। উৎসবে দেশবরেণ্য শিল্পী, কবি, নারী, শিশু ও বিশেষভাবে সক্ষম শিশুদের অংশগ্রহণে বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়ে। এসব আয়োজনের মধ্যে ছিল কবিতা পাঠ, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, নৃত্য প্রযোজনা, সুর ও বাণীতে বঙ্গবন্ধু, চলচ্চিত্র নির্মাণ কর্মশালা, নাটক, অ্যাক্রোবেটিক প্রদর্শনী এবং ৭ই মার্চের ভাষণ প্রতিযোগিতাসহ নানান আয়োজন।

বঙ্গবন্ধু
সাংস্কৃতিক উৎসব
৭-১৭ মার্চ ২০১৮

আয়োজনে
সৃজনশীল বাংলাদেশ
বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি
BANGLADESH SHILPAKALA ACADEMY
National Academy of Fine and Performing Arts

বাঙালি সংস্কৃতিতে মুজিব ও সংস্কৃতির বঙ্গবন্ধু

বাঙালি জাতির মহান দার্শনিক, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান ও রাজনীতির মহাকবি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বাঙালি জাতির এই মহানায়কের জন্ম না হলে হয়তো বাংলাদেশের জন্ম হতো না। বঙ্গবন্ধু, বাঙালি জাতি ও বাংলাদেশ এক সুতোয় গাঁথা। তিনি ছিলেন বিশ্বের শোষিত মানুষের অধিকার আদায় ও মুক্তির প্রতিভূ। তাঁর অবিসংবাদিত নেতৃত্বে বাংলাদেশের অভ্যুদয় হয়। বিকাশ ঘটে বাঙালি জাতিসত্তার।

বঙ্গবন্ধুর শৈল্পিক ভাবনায় ছিল বাংলা, বাঙালি ও বাংলাদেশ। শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন একজন শিল্পী, তাঁর শৈল্পিক চেতনার বাস্তবায়ন ঘটে একটি স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। বাঙালি জাতি হাজার বছরের পুরানো এক ঐতিহ্যবাহী জাতি। একটি স্বাধীন ভূ-খণ্ডের স্বপ্ন, অনেকেই দেখেছে বহুদিন। কিন্তু সেই স্বপ্নের বাস্তব রূপ দিয়েছেন শেখ মুজিব। বঙ্গবন্ধুর শৈল্পিক চেতনার বিভিন্ন দিক আমরা পাই তাঁর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' গ্রন্থটি বিশ্লেষণ করে। 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'- তে বঙ্গবন্ধুর জীবনের ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত রাজনৈতিক ও অন্যান্য ঘটনা এতে স্থান পেয়েছে। প্রত্যেকটি মানুষের জীবনেই পারিবারিক মূল্যবোধ, পরিবেশ, শিক্ষা, পিতা-মাতার ব্যক্তিত্ব, শৈশব মানুষের চিন্তা, চেতনা ও মননে প্রভাব রাখে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব উদার পরিবেশ, মননশীল পারিবরিক মূল্যবোধ, শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির আবহে বেড়ে ওঠেছেন। আত্মজীবনীতে তিনি বলেছেন, 'আমার আব্বা খবরের কাগজ রাখতেন। আনন্দবাজার, বসুমতি, আজাদ, মাসিক মোহাম্মদী ও সওগাত। ছোটকাল থেকেই আমি সকল কাগজই পড়তাম'। 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'- তে বঙ্গবন্ধু শেখ বংশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, শৈল্পিক চেতনার বিভিন্ন দিক শুরুতেই তুলে ধরেছেন। বাঙালির ভাষা-সমাজ-সংস্কৃতির প্রতি বঙ্গবন্ধুর ছিল একাগ্রচিত্ততা। বাংলার নদী, বাংলার জল, বাঙালির খাবার, গান, বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তাঁকে সর্বদা মুগ্ধ করতো। শিল্পী আব্বাসউদ্দিনের কণ্ঠে ভাটিয়ালি গান শুনে তিনি লিখেছিলেন, 'নদীতে বসে আব্বাসউদ্দিন সাহেবের ভাটিয়ালি গান তাঁর নিজের গলায় না শুনলে জীবনের একটা দিক অপূর্ণ থেকে যেত। তিনি যখন আস্তে আস্তে গাইতে ছিলেন তখন মনে হচ্ছিল, নদীর ঢেউগুলিও যেনো তার গান শুনছে।'

১৯৭৩ সালে ফরাসি দার্শনিক আর্দে মার্লো ঢাকায় বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাতের পর বলেছিলেন, 'তাঁকে আর শুধুমাত্র একজন সাধারণ রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে ভাবা যায় না। তাঁকে দেখা যায় বাংলার প্রকৃতি, আকাশ, বাতাস, পাহাড়, পর্বত, বৃক্ষরাজি ও শস্যক্ষেত্রের মাঝে।'

বঙ্গবন্ধুর শৈল্পিক চেতনার সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন হচ্ছে ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ। তিনি যে একজন শ্রেষ্ঠ বাকশিল্পী তা প্রমাণ করলেন এ ভাষণে। দীর্ঘদেহী শেখ মুজিব, কাঁচা-পাকা চুল, ভাবগম্ভীর মুখশ্রী, ভাবগরিমায় সমৃদ্ধ চকচকে দু'টো চোখ, এক ব্যাখ্যাহীন অদ্ভুত আকর্ষণে কেড়ে নিয়েছে শতকোটি জনতার আকর্ষণ। বাংলাদেশের স্বাধীনতার মূলযন্ত্র ও মূলসূত্র ৭ মার্চের বক্তৃতা। বঙ্গবন্ধু স্বকণ্ঠে উচ্চারিত বক্তৃতা সাড়ে সাতকোটি বাঙালিকে শুধু ঐক্যবদ্ধই করেননি, তাদেরকে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার মন্ত্রে দীক্ষিত করেছিল। বাঙালি জাতিকে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও মননে বহু বছর পিছিয়ে দেওয়ার নিমিত্তে উর্দুকে চাপিয়ে দেওয়া ছিল একটি কূটকৌশল! এখানেও সোচ্চার বঙ্গবন্ধু। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে প্রত্যক্ষ ভূমিকার কারণে তিনি জেলে বন্দি ছিলেন। কারাগার থেকেই তিনি আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন। ঢাকায় এক সভায় ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চকে 'বাংলা ভাষা দাবি দিবস' ঘোষণা করা হয়েছিল। মুজিব সেখানে নেতা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভক্ত হওয়ার পরই ২১টি দাবি-সংবলিত যে ইশতেহার

বঙ্গবন্ধুর শৈল্পিক চেতনার সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন হচ্ছে ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ। তিনি যে একজন শ্রেষ্ঠ বাকশিল্পী তা প্রমাণ করলেন এ ভাষণে। দীর্ঘদেহী শেখ মুজিব, কাঁচা-পাকা চুল, ভাবগম্ভীর মুখশ্রী, ভাবগরিমায় সমৃদ্ধ চকচকে দু'টো চোখ, এক ব্যাখ্যাহীন অদ্ভুত আকর্ষণে কেড়ে নিয়েছে শতকোটি জনতার আকর্ষণ। বাংলাদেশের স্বাধীনতার মূলযন্ত্র ও মূলসূত্র ৭ মার্চের বক্তৃতা। বঙ্গবন্ধু স্বকণ্ঠে উচ্চারিত বক্তৃতা সাড়ে সাতকোটি বাঙালিকে শুধু ঐক্যবদ্ধই করেননি, তাদেরকে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার মন্ত্রে দীক্ষিত করেছিল। বাঙালি জাতিকে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও মননে বহু বছর পিছিয়ে দেওয়ার নিমিত্তে উর্দুকে চাপিয়ে দেওয়া ছিল একটি কূটকৌশল! এখানেও সোচ্চার বঙ্গবন্ধ। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে প্রত্যক্ষ ভূমিকার কারণে তিনি জেলে বন্দি ছিলেন। কারাগার থেকেই তিনি আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন

প্রণয়ন করা হয়, তার দ্বিতীয় দাবি ছিল রাষ্ট্রভাষা। এ সংক্রান্ত 'রাষ্ট্রভাষা-২১ দফা ইশতেহার-ঐতিহাসিক দলিল'টি পুস্তক আকারে প্রকাশিত হয় তাতেও বঙ্গবন্ধু ছিলেন অন্যতম স্বাক্ষরদাতা।

বাংলা নববর্ষ বাঙালির সার্বজনীন বৃহত্তম উৎসব। পহেলা বৈশাখ উদযাপন বাঙালি জাতীয়তাবাদকে শাণিত করে। বাঙালির রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অন্যতম হাতিয়ার পহেলা বৈশাখ। বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনাকে ধ্বংস করার লক্ষ্যে ১৯৬০- এর দশকে পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠী আমাদের ভাষা ও সংস্কৃতির প্রেরণার উৎস রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংগীত, কবিতা, সাহিত্য প্রভৃতি নিষিদ্ধ করে। ফলশ্রুতিতে, পাকিস্তানি দোসরদের বিরুদ্ধে বাঙালির সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিভিত্তিক সমাজ প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠে। ১৯৬১ সালে পূর্ব বাংলায় বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্র জন্ম-শতবার্ষিকী উদযাপিত হয়। একই বছর প্রতিবাদের ভাষা হিসেবে পহেলা বৈশাখ উদযাপন করা হয়। এসব প্রতিবাদী আয়োজনের অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবই সর্বপ্রথম ১৯৭২ সালে পহেলা বৈশাখ সরকারি ছুটি ঘোষণা করেন এবং জাতীয় উৎসব হিসেবে স্বীকৃতি দেন। স্বাধীনতা উত্তর বাংলা একাডেমিতে অনুষ্ঠিত প্রথম বাংলা সাহিত্য সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্য বঙ্গবন্ধু শিল্প সাহিত্য নিয়ে নিজস্ব অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, 'মানবাত্মার সুদক্ষ প্রকৌশলী হচ্ছেন দেশের সুধী সাহিত্যিক, শিল্পী, শিক্ষাব্রতী, বুদ্ধিজীবী ও সংস্কৃতিসেবী। ...জনগণ হলো সব সাহিত্য ও শিল্পের উৎস। জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোনদিন কোন সৎ সাহিত্য বা উন্নত শিল্পকর্ম সৃষ্টি হতে পারে না।' বঙ্গবন্ধুর জীবনে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রভাব ছিল খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথ বঙ্গবন্ধুর বাঙালি মানসে তথা স্বতন্ত্র জাতিসত্তার ভাবনায় কীভাবে প্রেরণা যুগিয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯৬৬

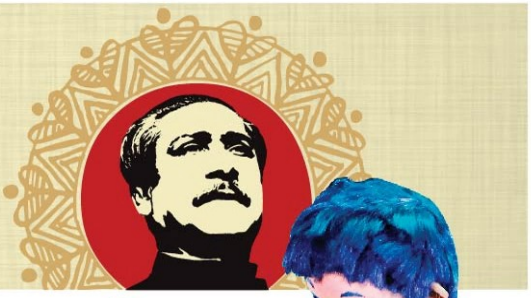

সালের ঢাকার ইডেন হোটেলে আওয়ামী লীগের তিন দিনব্যাপী কাউন্সিল অধিবেশনের উদ্বোধন হয়েছিল 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি' গানটি দিয়ে, গানটির প্রতি ছিল তাঁর আলাদা আবেগ। এই গানটিকেই যে তিনি স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত করবেন সেটি বহু আগেই মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের পাশাপাশি নজরুলের আদর্শেও তিনি উজ্জীবিত ছিলেন। দেশ স্বাধীন হবার পর কবি কাজী নজরুল ইসলামকে তাঁর ৭৩তম জন্মবার্ষিকীতে ঢাকায় নিয়ে আসার সমস্ত ব্যবস্থা করেন বঙ্গবন্ধু কবি ও বঙ্গবন্ধুর মাঝে এক হৃদয়স্পর্শী দৃশ্যের অবতারণা

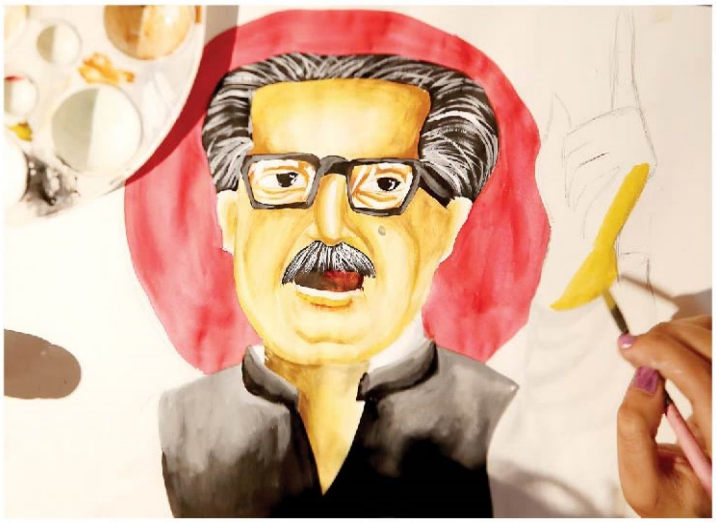

হলো। বাঙালির এই দুই বিদ্রোহীর মিলনক্ষণটি ইতিহাসের স্বর্ণোজ্জ্বল এক অধ্যায় হিসেবে এরই মধ্যে স্থান করে নিয়েছে। বঙ্গবন্ধু গভীর শ্রদ্ধাভরে পুষ্পমালা পরিয়ে দিলেন বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামকে এবং সম্মানিত করলেন 'জাতীয় কবি' মর্যাদায় ভূষিত করে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জাতির পিতা হয়ে ওঠার পেছনে চিন্তা, দর্শন ও সংস্কৃতিই ছিল মূল চালিকাশক্তি। আর বঙ্গবন্ধুর এ চিন্তা ও দর্শন ছিল কালের চেয়ে অনেক এগিয়ে। বিভিন্ন সময়ে বঙ্গবন্ধুর বক্তব্য তাঁর এমন কালোত্তীর্ন চিন্তা ও দর্শনেরই প্রকাশ ঘটেছে। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে অসংখ্য ছবি আঁকা হয়েছে। শিল্পী শাহাবুদ্দিন আহমেদের রঙ-তুলির আঁচড়ে বঙ্গবন্ধুকে আমরা নতুন করে উপলব্ধি করতে শিখেছি। পোস্টার তৈরি হয়েছে ষাটের দশক থেকে। নতুনতর মর্যাদায় মহান নেতাকে মুক্তিযুদ্ধের পোস্টারে শিল্পীরা তুলে ধরেছেন। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে রচিত গ্রন্থের প্রচ্ছদে জাতির পিতার সরব উপস্থিতি ব্যঞ্জনাময় হয়ে উঠেছে। গ্রন্থের প্রচ্ছদ ও পোস্টার শিল্পীরা হলেন- কাইয়ুম চৌধুরী, হাশেম খান, রফিকুন নবী, বীরেন সোম, সমর মজুমদার, সৈয়দ ইকবাল ও ধ্রুবএষ প্রমুখ। শিল্পীরা সৃজনশীল মাধ্যমে জাতির পিতার সৌম্যময় দৈহিক অবয়ব ও মুখের অভিব্যক্তি নতুনতর দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছেন। শিল্পী শাহাবুদ্দিন থেকে শুরু করে কাইয়ুম চৌধুরী, বীরেন সোম, সমরজিৎ রায় চৌধুরী, সৈয়দ ইকবালের ছবিতে চশমাহীন বঙ্গবন্ধুর মুখ-অবয়ব চিত্রিত হয়েছে।

আবদুল গাফফার চৌধুরীর 'পলাশি থেকে ধানমন্ডি' বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে রচিত একমাত্র মঞ্চ নাটক। এটি প্রথম অভিনীত হয় ২০০৪ সালে লন্ডনে। বঙ্গবন্ধুর নির্মম হত্যাকাণ্ড নিয়ে নাটক লেখার পরিকল্পনা ছিল তাঁর অনেক আগে থেকেই। তিনি ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পর লন্ডনের 'বাংলার ডাক' সাপ্তাহিক পত্রিকায় 'মুজিব হত্যার নেপথ্যে' নামে একটি ধারাবাহিক নিবন্ধ লেখেন। পরে এটি 'ইতিহাসের রক্তপলাশ: ১৫ আগস্ট পঁচাত্তর' নামে বই আকারে প্রকাশিত হয়। এই বইটির কাহিনি নিয়ে নাটক 'পলাশি থেকে ধানমন্ডির'র সৃষ্টি। ১৭৫৭ সালের জুন মাসের পলাশি-ট্রাজেডির মতোই বিয়োগান্ত নাটক অভিনীত হয়েছে ১৯৭৫ সালের আগস্টে স্বাধীন বাংলাদেশে।

মুদ্রণশিল্পের মধ্যে ডাকটিকেটে বঙ্গবন্ধু চিত্রিত হয়েছেন বহুবর্ণিলরূপে। ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল মুজিবনগর সরকার গঠিত হওয়ার পর ব্রিটেনের সাবেক পোস্টমাস্টার জেনারেল ও মন্ত্রী জন স্টোনহাউজ সেখানে সফরকালে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ ও অন্যান্য মন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতের সময় বাংলাদেশ সরকারের ডাকটিকেট প্রকাশের বিষয়টি বিবেচনায় নেওয়া হয়। ২৬ জুলাই ১৯৭১ কলকাতা ও লন্ডনের বাংলাদেশ মিশনের উদ্যোগে ডাকটিকেট প্রকাশের সিদ্ধান্তের ঘোষণা দেওয়া হয়। ২৯ জুলাই কলকাতা ও লন্ডন থেকে একসঙ্গে চারটি ডাকটিকেট প্রকাশিত হয়। ১০ পয়সা থেকে শুরু করে ১০ রুপি মূল্যমানের টিকেট বাজারে ছাড়া হয়। ভিন্ন ভিন্ন রকমের প্রথম সিরিজের চারটি ডাকটিকেটের মধ্যে বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতিচ্ছবি অঙ্কন করা হয়। ডিজাইন করেন বিমান মল্লিক। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিসহ ৫টাকা মূল্যমানের ডাকটিকেটটি ছিল আকর্ষণীয়। টিকেটের ওপরের অংশে 'বাংলা দেশ' শব্দটি বাংলা ও ইংরেজিতে লেখা ছিল। এ দুয়ের মাঝখানে 'পোস্টেজ রেভিনিউ' শব্দ এবং ডানে ৫ রুপি অঙ্কিত। নিচের অংশে সোনালি জমিনের ওপর স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের প্রধান বঙ্গবন্ধুর সাদা-কালো ছবি, ছবির বামদিকে সাদা কালিতে ইংরেজিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান লেখা ছিল। এভাবে বাংলাদেশের শিল্প-সংস্কৃতির বিভিন্ন মাধ্যমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিস্তৃত হয়েছেন। বঙ্গবন্ধুকে কেন্দ্র করে শিল্পের প্রতিটি মাধ্যমে আন্তরিকতা, সচেতনতা এবং নান্দনিকতাকে সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। শিল্পের মধ্য দিয়ে দেশ ও জনতার প্রতি এই মহামানবের অকৃত্রিম ভালোবাসার প্রকাশ শিল্প-আস্বাদনকারীদেরও তৃপ্ত করেছে। বঙ্গবন্ধুর জীবন ও রাজনীতির দর্শন ছিল ভালোবাসা, মানবপ্রেম - 'একজন মানুষ হিসাবে সমগ্র মানবজাতি নিয়েই আমি ভাবি। একজন বাঙালি হিসেবে যা কিছু বাঙালিদের সঙ্গে সম্পর্কিত তাই আমাকে গভীরভাবে ভাবায়। এই নিরন্তর সম্পৃক্তির উৎস ভালোবাসা, অক্ষয় ভালোবাসা, যে ভালোবাসা আমার রাজনীতি এবং অস্তিত্বকে অর্থবহ করে তোলে।

শিশুদের জন্য উৎসবে পাপেট শো

শিল্পকলায় ৭ মার্চ থেকে শুরু হয়েছে 'বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক উৎসব ২০১৮'। উৎসবটি চলে ১৭ মার্চ পর্যন্ত। আয়োজনের ধারাবাহিকতায় উৎসবের চতুর্থ দিন ১০ মার্চ, শনিবার উৎসবমুখর পরিবেশে শিল্পকলায় পরিবেশন করা হয় পাপেট শো। শিল্পী মুস্তাফা মনোয়ারের পরিচালনায় ও মাল্টিমিডিয়া পাপেট থিয়েটারের পরিবেশনায় জাতীয় চিত্রশালা প্লাজায় পাপেট শো অনুষ্ঠিত হয়।

সম্প্রতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ প্রামাণ্য ঐতিহ্য হিসেবে ইউনেস্কোর 'মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল রেজিস্টার'-এ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ইউনেস্কোর এই স্বীকৃতির ফলে ভাষণটি বিশ্বের এক অনন্য দলিলে পরিণত হয়েছে। ৭ই মাচের ঐতিহাসিক ভাষণের এই স্বীকৃতি উপলক্ষে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি গত ৭ থেকে ১৭ মার্চ আয়োজন করেছে 'বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক উৎসব ২০১৮'।

উৎসব আয়োজনে বরেণ্য শিল্পী, কবি, নারী, শিশু ও বিশেষভাবে সক্ষম শিশুদের অংশগ্রহণে বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এসব আয়োজনের মধ্যে রয়েছে স্বরচিত কবিতা পাঠ, নৃত্য প্রযোজনা, সুর ও বাণীতে বঙ্গবন্ধু, চলচ্চিত্রনির্মাণ কর্মশালা, নাটক, অ্যাক্রোবেটিক প্রদর্শনী, প্রামাণ্যচিত্র, প্রদর্শনী, ঢাকা মহানগরসহ দেশব্যাপী চিত্রাঙ্কন ও ৭ই মার্চের ভাষণ প্রতিযোগিতা।

১০ মার্চ সকাল থেকেই শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় চিত্রশালার ৫ ও ৬ নং গ্যালারীতে 'বঙ্গবন্ধুর শৈশব', 'বঙ্গবন্ধুর কৈশোর', 'বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী', 'বঙ্গবন্ধুর কারাগারের রোজনামচা', 'বঙ্গবন্ধু ও ভাষা আন্দোলন', 'বঙ্গবন্ধু ও গণ আন্দোলন (১৯৪৭-১৯৭৫) 'বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ', 'বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ', 'বঙ্গবন্ধুর দেশ গঠনের সাড়ে তিন বছর (১৯৭২-১৯৭৫)', 'বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবন' এবং '১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে স্বপরিবারে হত্যাকাণ্ড' বিষয়ের উপর অনুষ্ঠিত হয় শিশু চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা।

প্রতিযোগিতায় প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক পর্যায়ের ৪টি গ্রুপে ১৩২জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। এদের মধ্যে প্রতি গ্রুপে ৩ জনসহ মোট ১২ জন বিজয়ীকে আগামী ১৭মার্চ শিশু উৎসবে পুরস্কৃত করা হবে। চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা শেষেই শিশুদের জন্য আয়োজিত হয় পাপেট শো।

বঙ্গবন্ধু
সাংস্কৃতিক উৎসব
৭-১৭ মার্চ ২০১৮

আয়োজনে
সৃজনশীল বাংলাদেশ
বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি
BANGLADESH SHILPAKALA ACADEMY
National Academy of Fine and Performing Arts

আড়াই হাজার বর্গফুটের ক্যানভাসে সহস্রাধিক শিশুর চিত্রাঙ্কন

গত ১৭ মার্চ ছিল জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯৯তম জন্মদিন। পাশাপাশি, এদিন ছিল জাতীয় শিশু দিবস। স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি ও বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিব ১৯২০ সালের এই দিনে গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ায় এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ শব্দ দু'টি যেনো একই সূত্রে গাঁথা। শব্দ দু'টি একে অপর থেকে পৃথক করা যায় না। বাংলাদেশের ছাপান্ন হাজার বর্গমাইল জুড়েই বঙ্গবন্ধুর অস্তিত্ব। ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল বাঙালির মনের প্রতিচ্ছবি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রায় এই বয়সী অনেক রাজনৈতিক এবং বিভিন্ন পেশার ব্যক্তিত্বের নেতৃত্ব এবং স্ব-স্ব কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত থাকার নজির থাকলেও আমাদের জাতীয় দুর্ভাগ্য আমাদের জাতির পিতাকে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট মাত্র ৫৫ বছর বয়সে প্রাণ দিতে হয়েছিল। যথাযোগ্য মর্যাদা ও উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ১৭ মার্চ দিবসটি বিশেষভাবে উদযাপন করে গোটা জাতি। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতেও এ উপলক্ষে আয়োজন করা হয়েছিল নানা অনুষ্ঠানের। উল্লেখ্য, সম্প্রতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ প্রামাণ্য ঐতিহ্য হিসেবে ইউনেস্কোর 'মেমোরি অব দ্যা ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল রেজিস্টার'-এ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের এই স্বীকৃতি উপলক্ষে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি গত ৭ থেকে ১৭ মার্চ আয়োজন করে এগারো দিনব্যাপী 'বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক উৎসব ২০১৮'। এ উৎসবের শেষ দিন ছিল শনিবার, ১৭ মার্চ। বর্ণাঢ্য সব অনুষ্ঠানমালার আয়োজন দিয়েই উদযাপিত হয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯৯তম জন্মদিবস ও জাতীয় শিশু দিবস এবং সমাপনী ঘটে 'বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক উৎসব ২০১৮'- এর। সমাপনী দিনে ঘড়ির কাঁটায় তখন সকাল ১০টা। শিল্পকলা একাডেমির উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে শিশুদের ভিড়। হইহুল্লোড় আর কলকাকলিতে মুখরিত একাডেমি প্রাঙ্গণ। কেউ ছোটাছুটি করছে আবার কেউ শান্তভাবেই অভিভাবকের হাত ধরে এগিয়ে যাচ্ছে মাঠের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে। সবার হাতেই ছবি আঁকার অনুষঙ্গ রং আর পেনসিল।

এদিন, শিল্পকলা একাডেমি প্রাঙ্গণ ও জাতীয় নাট্যশালা মিলনায়তনে সকাল থেকেই আয়োজন ছিল আড়াই হাজার বর্গফুট ক্যানভাসে সহস্রাধিক শিশুর চিত্রাঙ্কন, বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি অঙ্কন, ক্লাউন শো, মুখোশ নাট্য ও অ্যাক্রোবেটিক প্রদর্শনী। আরও ছিল শিশুদের সাংস্কৃতিক পরিবেশনায় ৭ই মার্চের ভাষণ প্রতিযোগিতায় বিজয়ীর ভাষণ। যেখানে ঢাকা মহানগরীর উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের প্রথম স্থান অধিকারী খন্দকার ছুমাইরা আক্তার ভাষণ দেয়। ছিল আলী আহমেদ স্কুল অ্যান্ড কলেজের ৩শ' শিক্ষার্থীর পরিবেশনায় সমবেত সঙ্গীত 'ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা', মানিকনগর মডেল হাইস্কুলের ২শ' ৫০ শিক্ষার্থীর পরিবেশনায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী'র কথা ও সুরে সমবেত সঙ্গীত 'এ মাটি নয় জঙ্গিবাদের' এবং এস ও এস শিশু পল্লীর পরিবেশনায় সমবেত নৃত্য। অনুষ্ঠানমালায় একক সঙ্গীত পরিবেশন করে শিশুশিল্পী সেজুতী, সোমা ও নীতু।

এছাড়াও, উৎসবের সমাপনী দিনে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে বিভিন্ন সময়ে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের জন্মশতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে দেশব্যাপী চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ২৮ জন শিল্পী, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪১তম শাহাদাৎবার্ষিকী উপলক্ষে দেশব্যাপী চিত্রাঙ্কন প্রতিযগিতায় বিজয়ী ৩১ জন শিল্পী, শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৭ উপলক্ষে দেশব্যাপী চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ৩১ জন শিল্পী, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯৮তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে দেশব্যাপী চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ১২ জন এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯৯তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে ঢাকা মহানগরীর শিশু চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় বিজয়ী শিল্পী ১২ জন, মিতসুবিশি এশীয় শিশুদের সচিত্র দিনলিপি (এনিক্কি ফেস্টা) ২০১৫-১৬ জাপানে মূল প্রতিযোগিতার জন্য ৮ জন এবং বাংলাদেশে প্রদর্শনীর জন্য নির্বাচিত ৩শ' ৪৪ জন বিজয়ীর হাতে পুরস্কার প্রদান করেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি সিমিন হোসেন রিমি, এমপি ও বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী।

বিজয়ী শিশুশিল্পীদের চিত্রকর্ম নিয়ে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির ১নং গ্যালারিতে ১৭ মার্চ থেকে শুরু হয় ১০ দিনব্যাপী চিত্রপ্রদর্শনী। প্রতিদিন সকাল ১১টা থেকে রাত ৮টা এবং শুক্রবার বেলা ৩টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হওয়া প্রদর্শনীটি শেষ হয় গত ২৬ মাচ। শিশু দিবসের দিনব্যাপী আয়োজনের সবশেষে ছিল সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় একাডেমির জাতীয় চিত্রশালা মিলনায়তনে শিশুদের জন্য চলচ্চিত্র প্রদর্শনী 'আঁখি ও তার বন্ধুরা'।

'বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক উৎসব ২০১৮'
অনুষ্ঠান সূচিঃ

৭ মার্চ ২০১৮
সকাল ১০.০০মি.
৪৭ জন বরেণ্য শিল্পীর অংশগ্রহণে আর্ট ক্যাম্প-শিল্পীর তুলিতে বঙ্গবন্ধু
সন্ধ্যা ৬.০০মি.
শিশুদের বঙ্গবন্ধু

৮ মার্চ ২০১৮
সন্ধ্যা ৬.০০মি.
বাংলার মহীয়সী নারী

৯ মার্চ ২০১৮
সন্ধ্যা ৬.৩০মি.
স্বরচিত কবিতা পাঠ ও আবৃত্তি

১০ মার্চ ২০১৮
বিকেল ৫.০০মি.
শিশু চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা

১১ মার্চ ২০১৮
বিকেল ৬.০০মি.
নৃত্য প্রযোজনা এবং সুর ও বাণীতে বঙ্গবন্ধু

১২-১৬ মার্চ ২০১৮
সকাল ১০.০০মি.
শিশু চলচিত্র নির্মাণ কর্মশালা

১৪ মার্চ ২০১৮
বিকেল ৪.০০মি.
নাটকে বঙ্গবন্ধু, বঙ্গবন্ধুর উপর রচিত গানের কোরিওগ্রাফি ও অ্যাক্রোবেটিক প্রদর্শনী

১৫ মার্চ ২০১৮
সন্ধ্যা ৬.৩০মি.
বিশেষভাবে সক্ষম শিশুদের নিয়ে অনুষ্ঠান

১৬ মার্চ ২০১৮
সকাল ১০.০০মি.
৭ মার্চের ভাষণ প্রতিযোগিতা

১৭ মার্চ ২০১৮
সকাল ১০.০০মি.
শিশু উৎসবঃ বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদান, পাপেট প্রদর্শনী, চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, আলোক প্রজ্বালন

ক্যানভাসে ৭ই মার্চের কালজয়ী ভাষণ

৩ পাতার পর

শিল্পী সামছুল আলম আজাদ, শিল্পী রাশেদুল হুদা সরকার, শিল্পী অভিজিৎ চৌধুরী, শিল্পী অনুকুল মজুমদার, শিল্পী বীরেন সোম, শিল্পী রবিউল ইসলাম, শিল্পী শাহ্জাহান আহমেদ বিকাশ, শিল্পী ময়েজ উদ্দিন, শিল্পী দেওয়ান মিজান, শিল্পী দুলাল চন্দ্র গাইন, শিল্পী গুলশান হোসেন, শিল্পী রফি হক, শিল্পী জাহিদ মুস্তফা, শিল্পী ফজলুর রহমান ভুটান, শিল্পী রত্নেশ্বর সুত্রধর, শিল্পী হারুনুর রশিদ টুটুল, শিল্পী শর্বরি রায় চৌধুরী, শিল্পী তাজউদ্দিন, শিল্পী সৈয়দ ইকবাল, শিল্পী ফারজানা আহমেদ শান্তা, শিল্পী আবুল বারক আলভী, শিল্পী শহীদ কাজী, শিল্পী নাজির খান খোকন, শিল্পী আসমিতা আলম শাম্মী, শিল্পী বিপাশা হায়াত, শিল্পী জাকির হোসেন পুলক, শিল্পী আফরোজা জামিল (কঙ্কা), শিল্পী মিনি করিম, শিল্পী শামীমা সুবর্না, শিল্পী সঞ্জিব দাস অপু, শিল্পী আশরাফুল আলম পপলু।

আর্টক্যাম্পের চিত্রকর্মগুলো শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় চিত্রশালার গ্যালারিতে যুক্ত করা হবে। দর্শনার্থীরা প্রতিদিনই এই চিত্রকর্ম প্রত্যক্ষ করতে পারবে।

উল্লেখ্য, এর আগেও বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, সমতট সোনারগাঁও এর সাথে যৌথভাবে বাংলাদেশের প্রথিতযশা ৪০ জন শিল্পীর একশ'টি শিল্পকর্ম নিয়ে 'বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ' শীর্ষক চিত্র প্রদর্শনী। শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় চিত্রশালার ৬ নম্বর গ্যালারিতে ২০১৭ সালের ৪ মার্চ থেকে ১৭ মার্চ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয় এ প্রদর্শনী।

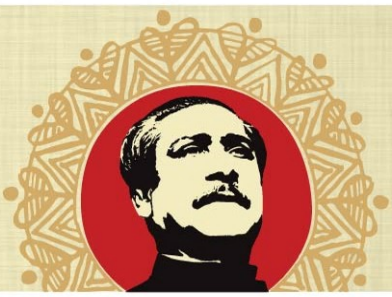

শিশুদিবস উদযাপনে
বিশেষভাবে সক্ষম শিশুদের নিয়ে অনুষ্ঠান

গত ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণের ৪৭ বছর পূর্ণ হয়েছে। জাতির জনকের ৭ই মার্চের অগ্নিঝড়া এ ভাষণ শুধু বাংলাদেশের মানুষের হৃদয়কেই নাড়া দেয়নি, আলোড়ন সৃষ্টি করেছে সারাবিশ্বে, অনুদিত হয়েছে অনেক ভাষায়। আর এর ধারাবাহিকতায় ২০১৭ সালের ৩০ অক্টোবর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ প্রামাণ্য ঐতিহ্য হিসেবে ইউনেস্কোর 'মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল রেজিস্টার'-এ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর ভাষণের এ বিশ্বস্বীকৃতি উপলক্ষে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি ৭ থেকে ১৭ মার্চ, এগারো দিনব্যাপী 'বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক উৎসব ২০১৮'- এর আয়োজন করে। নানারকম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের মধ্যদিয়ে উদযাপিত হয় এ উৎসব। উৎসবে দেশবরেণ্য শিল্পী, কবি, নারী, শিশু ও বিশেষভাবে সক্ষম শিশুদের অংশগ্রহণে বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এসব আয়োজনের মধ্যে ছিল কবিতা পাঠ, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, নৃত্য প্রযোজনা, সুর ও বাণীতে বঙ্গবন্ধু, চলচ্চিত্র নির্মাণ কর্মশালা, নাটক, অ্যাক্রোবেটিক প্রদর্শনী, ৭ই মার্চের ভাষণ প্রতিযোগিতাসহ নানান আয়োজন।

১৯৯৬ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিনকে শিশু দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তখন থেকেই ১৭ মার্চ শিশু দিবস দিসেবে উদযাপিত হয়ে আসছে। তাই, 'বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক উৎসব ২০১৮'- এর এগারোদিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার অনেকাংশই ছিল শিশুদের জন্য। উৎসবের নবম দিন অর্থাৎ ১৫ মার্চ বাংলাদেশ শিল্পকলা একডেমির জাতীয় চিত্রশালা মিলনায়তনে বিশেষভাবে সক্ষম শিশুদের নিয়ে বিশেষ অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়। 'বিশেষভাবে সক্ষম শিশুদের নিয়ে অনুষ্ঠান' শীর্ষক এ অনুষ্ঠানের পরিকল্পনায় ছিলেন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী।

অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সংগঠনগুলো হলো: ব্যাপ্টিস্ট মিশন, সোয়াক, স্পর্শ, কারিশমা সাংস্কৃতিক সংগঠন এবং বিউটিফুল মাইন্ড স্কুল। অনুষ্ঠানের শুরুতেই দেশের গান পরিবেশন করে ব্যাপ্টিস্ট মিশনের শিশুরা। তারা দু'টি কোরাস গান পরিবেশন করে। তাদের প্রথম পরিবেশনায় ছিল দেশের গান 'মাগো ভাবনা কেনো, আমরা তোমার শান্তিপ্রিয় শান্ত ছেলে'। এরপর তারা পরিবেশন করে 'স্বাধীনতা মানে কৃষকের হাসি' গানটি। 'একতারা বাজাইওনা' গানের কথায় একক সঙ্গীত পরিবেশন করে শিল্পী তানভিরুল আমিন। এরপর 'বঙ্গোপসাগরে সৈকত ছুঁয়ে' ছড়াগান পরিবেশন করে শিল্পী বিথী এবং 'ও আমার বাংলা মা তোর' গানটি পরিবেশন করে শিল্পী সোহানা। রণসঙ্গীত 'চল চল চল' গানের কথায় কোরিওগ্রাফি করে কারিশমা সাংস্কৃতিক সংগঠন। লালন গীতি পরিবেশন করে শিল্পী এলভি, সোয়াক- এর পরিবেশনায় দেশের গান করে শিল্পী মাহমুদুল ইমাম রিজভী মারজুক, স্পর্শ- এর পরিবেশনায় নজরুল গীতি পরিবেশন করে শিল্পী বুশরা, 'নদীর ধারে শাল বনে' গানের কথায় ছড়াগান করে সোয়াক- এর পরিবেশনায় শিল্পী রিহীন আল সাহিব, কারিশমা সাংস্কৃতিক সংগঠনের পরিবেশনায় সুপ্ত ও সাফওয়ান দ্বৈত সংগীত পরিবেশন করে এবং সম্মিলিত পরীবানু গীতিনাট্য পরিবেশন করে স্পর্শ। বিশেষভাবে সক্ষম শিশুদের পরিবেশনা শেষে ক্ষুদে শিল্পীদের হাতে সম্মানী তুলে দেয় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি। এ সময় শিশুরা দলীয়ভাবে 'আমরা করবো জয়' গানটি পরিবেশন করে। সবশেষে, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি অ্যাক্রোবেটিক দলের পরিবেশনায় অ্যাক্রোবেটিক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়।

'বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক উৎসব ২০১৮'- এর এগারোদিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার অনেকাংশই ছিল শিশুদের জন্য। উৎসবের নবম দিন অর্থাৎ ১৫ মার্চ বাংলাদেশ শিল্পকলা একডেমির জাতীয় চিত্রশালা মিলনায়তনে বিশেষভাবে সক্ষম শিশুদের নিয়ে বিশেষ অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়। 'বিশেষভাবে সক্ষম শিশুদের নিয়ে অনুষ্ঠান' শীর্ষক এ অনুষ্ঠানের পরিকল্পনায় ছিলেন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী

কবিতায় স্বাধীনতার মহান কবি

৪ পাতার পর

বঙ্গবন্ধুর প্রায় সমগ্র সংগ্রামী জীবনকেই ধারণ করে লিখেছেন-

'বঙ্গবন্ধু মানেই বায়ান্ন, ছেষট্টি, উনসত্তর,
বঙ্গবন্ধু মানেই উত্তাল উনিশশো একাত্তর।
বঙ্গবন্ধু মানেই সাতই মার্চ, দশই জানুয়ারি,
বঙ্গবন্ধু মানেই ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বর বাড়ি।'

এছাড়াও, আমাদের সাহিত্যে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে রচিত হয়েছে অসংখ্য কবিতা ও গান। কবিদের বলা হয় জাতির আত্মা। তাই কবি চিন্তনে বঙ্গবন্ধুর অপূর্ব যে রূপ ফুটে ওঠে তা থেকে এই মহামানব সম্পর্কে আরও সম্যক ধারণা পাওয়া যায়।

'চিল উড়ে, এই বুক যন্ত্রণায় দীর্ণ হয়ে যায়
পুকুর শুকিয়ে কাঠতৃষ্ণা নিয়ে তবু জেগে থাকি
পাতিহাঁস দল বেঁধে ছায়া খোঁজে কিন্তু তুমি নেই
জরুরি আগুনে পোড়ে চোখের কোটর ভস্মধার।'
[ঘুম ভাঙে, স্বপ্ন ভেঙে যায়/খালেদ হোসাইন]

একজন রাখালের বল্লমের খোঁচায় পিতা হারালেন প্রাণ।
যেদিন শস্যের পাহাড় মাথায় করে পিতা ফিরলেন গৃহে
সেদিন হতেই ষড়যন্ত্রের শুরু বাকিটুকু সবাই জানেন
অনেক কাল পেরুল
রোদে মরা তৃণের মতো
শুকিয়ে গেল সময়
আমার পিতার হন্তারকের তবু শাস্তি হলো না।
[পিতা/আশরাফ রোকন]

'এমন দুর্ভাগ্য জাতি এই গ্রহে কখনো আসেনি!
আমাদের ক্ষমা করবেন পিতা,
সম্মুখের দিকে নয়, আমাদের যাত্রা এখন কেবলই পশ্চাতে।'
[আমাদের ক্ষমা করবেন পিতা/ইকবাল হাসান]

'পায়ের চিহ্ন ভুলে ঘাসের ডগা জেগে উঠে ফের
আমিও জেগেছি দেখো তোমার মৃত্যুর ভেতর
সমস্ত সঞ্চয় জমা রেখেছি রোদের উমে
শিশির হরণ করে পৌঁছে যাবো আলোর আড়তে।'
[আমি জন্মেছি তোমার মৃত্যুর ভেতর/আতাউর রহমান মিলাদ]

'শুনেছ যুদ্ধের ডাক? সময় যে যায়
খুনিকে করুণা দিয়ে যারা আজ বিজয়ের মৃদঙ্গ বাজায়
'জারজ'- এ পরিচয় ইতিহাস আজ শুধু
তাদের জন্যেই কোনো নিঃশব্দে সাজায়।'
[পিতৃ পরিচয়হীন/নাসির আহমেদ]

মহাদেব সাহা তার 'সেই দিনটি কেমন ছিলো' কবিতায় লিখেছেন-

'সেদিন কেমন ছিলো- ১৫ই আগস্টের সেই ভোর,
সেই রাত্রির বুকচেরা আমাদের প্রথম সকাল,
সেদিন কিছুই ঠিক এমন ছিলো না,
সেই প্রত্যুষের সূর্যোদয় গিয়েছিলো,
সহস্র যুগের কালো অন্ধকারে ঢেকে,
কোটি কোটি চন্দ্রভুক অমাবস্যা তাকে গ্রাস করেছিলো,
রাত্রির চেয়েও অন্ধকার ছিলো সেই অভিশপ্ত দিন।'

১৫ই আগস্টের বর্বরতা শুধু বেদনাদায়কই নয়, একটি জাতিসত্তার জন্য হুমকিস্বরূপও। হ্যাঁ, পঁচাত্তরের নির্মমতম হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে মূলত একটি জাতিকেই হত্যার অপচেষ্টা করেছে খুনিরা। অথচ, তারা বুঝতে পারেনি এভাবে খুন করে কোন মহাপুরুষকে ইতিহাস থেকে মুছে ফেলা সম্ভব হয় না। সম্ভব হয় না বিলুপ্ত করে দেয়া কোন স্বপ্নের সরণি।

বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটির বয়স এখন প্রায় ৪৭ বছর। এই রাষ্ট্রটির সঠিক ইতিহাস নিয়ে আজও নানা ছলচাতুরি চলছে। একাত্তরে বঙ্গবন্ধুর কি ভূমিকা ছিল আর অন্য কার কি ভূমিকা ছিল সে সাক্ষী আজও দিচ্ছে দেশ-বিদেশের ইতিহাস। বলছেন দেশ-বিদেশের সমাজ-রাষ্ট্র বিজ্ঞানীরা। ১৯৭০ থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত নিউইয়র্কের গণ গ্রন্থাগারের দায়িত্বে ছিলেন মার্কোস প্যান্টানি নামে একজন গ্রন্থাগারিক। তিনি বলেছেন, একাত্তর সালে যখন বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ চলছিল তখন মার্কিনি পাঠকরা উদগ্রীব থাকতেন, বাংলাদেশে কি নির্মম গণহত্যা হচ্ছে, শেখ মুজিব কোথায় আছেন, কেমন আছেন তা ভেবে। একজন মুজিব সে সময়েই গোটা বিশ্বের মুক্তিকামী মানুষের প্রতিভূতে পরিণত হয়েছিলেন।

পাকিস্তান শাসনামলে বাঙালির নিজস্ব একটি স্বাধীন সার্বভৌম ভূখণ্ড- প্রতিষ্ঠার জন্য যে মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটেছিল তিনি অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাঙালি বাংলাদেশের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। যুগে যুগে বিখ্যাত, বিশিষ্ট, স্মরণীয়, যুগ বা যুগোত্তর প্রতিনিধিদের নিয়ে শিল্প-সাহিত্য রচনার যে ঐতিহ্য বা ধারাবাহিকতা তা সমকালেও বহমান। বাংলা ভাষায় রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে যত কবিতা লেখা হয়েছে তার নিকটতম তুলনা দিতে গেলে বঙ্গবন্ধুর নামটিই উল্লেখ করতে হয়। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং তার অবিসংবাদিত নায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর জীবদ্দশায় যেমন, তেমনি তাঁকে ঘাতকেরা নৃশংসভাবে হত্যা করার পরও তিনি বন্দিত হন কবিতা, গান ও ছড়ার পাশাপাশি সৃজনশীল অন্যান্য মাধ্যমের কারুকারদের রচিত নানা মাত্রার কাজের মাধ্যমে। সে ধারা এখনও অব্যাহত। এই প্রজন্মের কাছে মুজিব প্রতিদিন উদ্ভাসিত হচ্ছেন, কবিতায়, নিবন্ধে, চিত্রকলায়, গানে, সুরে, সংস্কৃতির মূর্ছনায়। ভোরের আলোকস্তম্ভে দাঁড়িয়ে প্রতিদিন ডাক দিয়ে যাচ্ছেন শেখ মুজিব, বাঙালির প্রাণের নেতা। বাংলাদেশের আপামর মানুষের স্বাপ্নিক।

বঙ্গবন্ধু
সাংস্কৃতিক উৎসব
৭-১৭ মার্চ ২০১৮

আয়োজনে
সৃজনশীল বাংলাদেশ
বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি
BANGLADESH SHILPAKALA ACADEMY
National Academy of Fine and Performing Arts

‘‘বঙ্গবন্ধুর কাছে আমাদের যে পাহাড়সম ঋণ, তার কিছুটা শোধের প্রচেষ্টাতেই এ উৎসব’’

-লিয়াকত আলী লাকী, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অনন্যসাধারণ নেতৃত্বে বাঙালি জাতি একটি স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ পেয়েছে। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ স্বাধীনতার মহান এ স্থপতি তৎকালীন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে অসীম সাহসিকতার সাথে তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে লাখো জনতার উদ্দেশে বজ্রকণ্ঠে যে ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন তা ছিল মূলত বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ। রেসকোর্স ময়দানে লাখো জনতার উদ্দেশে বলিষ্ঠ কণ্ঠে তাঁর সেই ভাষণ বাঙালি জাতির ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। ঐতিহাসিক সেই ভাষণ এদেশের জনগণকে দারুণভাবে আন্দোলিত করে এবং মহান স্বাধীনতাযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্বুদ্ধ করে। ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে বঙ্গবন্ধুর বজ্রকণ্ঠের ঘোষণা ‘এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম’ ছিল স্বাধীনতার ডাক। এই উচ্চারণের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু কেবল স্বাধীনতার চূড়ান্ত আহ্বান দিয়েই ক্ষান্ত হননি, স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধের রূপরেখাও দিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর এ ঘোষণা মুক্তিকামী মানুষের কাছে লাল-সবুজ পতাকাকে মূর্তিমান করে তোলে। আর এরই মাধ্যমে বাঙালির ইতিহাসে এক গৌরবময় অধ্যায়ের সূচনা হয়। শুধু স্বাধীনতা যুদ্ধে নয়, বঙ্গবন্ধুর সে ভাষণ আজও বাঙালি জাতিকে উদ্দীপ্ত করে, অনুপ্রাণিত কওে ঠিক সে একই আবেগে। বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক সে ভাষণ সম্প্রতি ইউনেস্কোর ‘ইন্টারন্যাশনাল মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড রেজিস্টার’- এ অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে ‘বিশ্বপ্রামাণ্য ঐতিহ্য’র স্বীকৃতি লাভ করেছে। আর এ স্বীকৃতির উদযাপন উপলক্ষে গত ৭ থেকে ১১ মার্চ এগারো দিনব্যাপী বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক উৎসব ২০১৮’- এর আয়োজন করে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি। নানারকম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের মধ্যদিয়ে উদযাপিত হয় এ উৎসব। উৎসবে দেশবরেণ্য শিল্পী, কবি, নারী, শিশু ও বিশেষভাবে সক্ষম শিশুদের অংশগ্রহণে বিশেষ বিশেষ সব অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। ‘বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক উৎসব ২০১৮’- এর আয়োজন নিয়ে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী বলেন, পূর্বে আমরা ‘শিল্পের আলোয় বঙ্গবন্ধু’ শীর্ষক মাসব্যাপী শ্রদ্ধাঞ্জলির আয়োজন করেছি। এর উদ্দেশ্য ছিল, শিল্পের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুকে আমাদের সংস্কৃতিতে কীভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে তা তুলে ধরা। এবারে শিল্পকলা একাডেমির আয়োজনে গত ৭ মার্চ থেকে ১৭ মার্চ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হলো ‘বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক উৎসব ২০১৮’। এটা আমাদের জন্য অত্যন্ত আনন্দের কেননা, ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণের স্মরণীয় দিন। আবার, ১৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন। এ দুই সময়কালের ব্যপ্তিতে এ ধরনের একটি উৎসবের আয়োজন অত্যন্ত উপযুক্তরূপে বৈশিষ্ট্য ও তাৎপর্যপূর্ণ। এ পর্যন্ত আমরা যেসব অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করেছিলাম তার সবকিছুর সমন্বয়েই এই উৎসব। উপজেলা পর্যায়ের শিশুরা বঙ্গবন্ধুর ছবি এঁকেছে, ৭ই মার্চের ভাষণ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছে; তার সাথে যুক্ত হয়েছে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কবিতা আবৃত্তি, চারুকলা প্রদর্শনী, নৃত্য, চলচ্চিত্র ও নাটকের প্রদর্শনী। শিল্পের সকল শাখায় বঙ্গবন্ধুর যে পদচারণা তা একীভূত করেই এই আয়োজনের যোজনা। বাঙালি শিল্প ও সংস্কৃতিতে বঙ্গবন্ধুর অপরিসীম ভূমিকা। এরপরেও এ ধরনের উৎসবের আয়োজনে সবাই বুঝতে পারে বঙ্গবন্ধু আমাদের শিল্প-সংস্কৃতির কতোটা বিস্তৃত জায়গা জুড়ে রয়েছে।

বঙ্গবন্ধুর স্কেচ করার ব্যাপারে তিনি বলেন, ‘বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে এতোবড় পরিসরে আগে কখনো স্কেচ করার আয়োজন করা হয় নি। আমরাই, এবার প্রথমবারের মতো এ আয়োজন করলাম। এর মাধ্যমে আমাদের জাতীয় চিত্রশালার জন্য একটি মূল্যবান সম্পদ তৈরি হলো পাশাপাশি, এ উৎসবকে কেন্দ্র করে শিল্পীদের সাথেও বিশেষভাবে সংযুক্তি হয়েছে। এছাড়াও, এ কাজটির মধ্যে সংশ্লিষ্ট সকলের বিশাল আবেগ ও দায়বদ্ধতার ব্যাপার রয়েছে। বিশ্বে বহু অনুসরণীয় নেতা ও মহান ব্যক্তিত্ব রয়েছেন যাঁদেরকে নিয়ে বিভিন্ন সময়ে শিল্পমাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের কাজ করা হয়েছে। যেমন, ধরা যাক নেলসন ম্যান্ডেলা কিংবা ফিদেল ক্যাস্ট্রোর কথা। তবে, আমার ব্যক্তিগত ধারণা, বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে যে পরিমাণ শিল্প নির্মিত হয়েছে তা আর কাউকে নিয়ে হয়নি।’

বাঙালি সংস্কৃতিতে বঙ্গবন্ধুর গুরুত্ব নিয়ে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক বলেন, ‘বঙ্গবন্ধু এক কথায় আমাদের জাতিসত্তাকে সংজ্ঞায়িত করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ‘আমি বাঙালি, আমি মুসলমান, আমি মানুষ’। তিনি রবীন্দ্রনাথকে হৃদয়ে ধারণ করতেন। তিনি গান শুনতেন এবং সবসময় শুনতে চাইতেন। তিনি শিল্পের সমঝদার ছিলেন। বঙ্গবন্ধু ছিলেন একজন অত্যন্ত আধুনিকমনা মানুষ। তিনি জানতেন কিভাবে জয়নুল আবেদিন, জসীমউদ্দীন, রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলকে আত্মস্থ এবং ধারণ করতে হয়। ‘বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক উৎসব ২০১৮’- এর আয়োজন মূলত এসব কিছু নিয়েই। বঙ্গবন্ধুর কাছে আমাদের যে পাহাড়সম ঋণ আছে তার কিছুটা শোধের প্রচেষ্টা এই উৎসব। আমরা, জাতির পক্ষ থেকে বিশ্বের সামনে আমাদের মহান নেতাকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।’

‘বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক উৎসব ২০১৮’- এ অন্যান্য অনুষ্ঠানমালার পাশাপাশি ছিল প্রতিবন্ধী শিশুদের নিয়ে আয়োজন। এ ধরনের উৎসবে বিশেষভাবে সক্ষম শিশুদের সম্পৃক্ততার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে লিয়াকত আলী লাকী বলেন, ‘বিশেষভাবে সক্ষম শিশুদের একটি বিশেষ ধরনের প্রতিভা রয়েছে। সেই বিশেষ প্রতিভাটি সঠিকভাবে বের করে আনাই কিন্তু সমাজের দায়িত্ব। সেদিক থেকে আমরা নিজেদের দায়বদ্ধ মনে করি। সবসময়ই আমরা এ ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকি, এমনকি জেলা পর্যায়েও নির্দেশ দেয়া আছে যেনো বছরে অন্তত একটি এ ধরনের আয়োজন করা হয়। এ শিশুদের বিভিন্ন বিষয় শেখানোর জন্য আমরা আমরা একটি সংগঠনের সাথে যৌথভাবে যুক্ত হয়েছি, শিল্পকলা একাডেমির অর্থায়নে একটি নাটক প্রযোজনা করেছি। আসলে যখন একটি শিশু তার প্রতিবন্ধকতাকে কাটিয়ে একটি গান গায়, আর আমরা শিশুটির হাতে গান গাওয়ার পারিশ্রমিক হিসেবে কিছু সম্মানী ধরিয়ে দিতে পারি, তখন কিন্তু শিশুটির আত্মবিশ্বাস ফিরে আসে এবং তার মনে হয় যে সমাজে তার একটি মূল্যায়ন রয়েছে। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিজেও এ বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন এবং শুধুমাত্র বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি হিসেবে নয়, জাতীয় একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবেও আমরা এ বিষয়ে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা দিয়ে কাজ করার চেষ্টা করি।’

এ উৎসবে শিশুদের সার্বিক অংশগ্রহণ নিয়ে তিনি বলেন, ‘আমরা স্কুল এবং কলেজের শিক্ষার্থীদের সবসময় এই উৎসবগুলোতে আমন্ত্রণ জানাই। তাদের অংশগ্রহণে প্রতিবারই আমাদের প্রাঙ্গণ হয়ে উৎসবময় হয়ে ওঠে। এবারেও তাই হয়েছে। শিশুদের মধ্যে সংস্কৃতির মূল বিষয়টি কিন্তু প্রাথমিকভাবে জন্ম নেয় পরিবার থেকে অবিভাবকদের মাধ্যমে। কতোজন অবিভাবক সত্যিকার অর্থে শিশুদের সংস্কৃতিমনস্ক করে গড়ে তোলার জন্য গভীরভাবে চিন্তা করেন সেটা কিন্তু ভাবার বিষয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জন্য আমি মনে করি, ‘কালচারালাইজেশন অব এডুকেশন’ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা প্রতিটি ছাত্রকে শুধুই চাপ দিয়ে যাচ্ছি। আমরা শুধু তাকে শেখাচ্ছি পরীক্ষায় কতো বেশি নাম্বার আনা যায়। কিন্তু পড়াশোনা যে একটি মজার ব্যাপার বা শিক্ষালাভের যে আনন্দ, তা আমরা ছাত্রদের শেখাতে পারছি না। যদিও, সারা পৃথিবীতে শিশুদের পড়ানো হয় নির্মল আনন্দের মাধ্যমে, আমরা সে জায়গা থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছি। আমাদের সময়ে এতো ধরনের পরীক্ষা ছিল না আর ক্লাসে শিক্ষক যা পড়াতেন তার বাইরে কোথাও গিয়ে কারো কাছে পড়ারও প্রয়োজন হতো না। বড়জোর দেখা যেতো, কেউ হয়তো ইংরেজিতে দুর্বল, সে শিক্ষকের কাছে যাচ্ছে। কিন্তু বর্তমানে যা হচ্ছে, তা হলো মানুষ এখন কোনো কিছু করার সময় পাচ্ছে না। আজকের সময়ে মানুষ দিনে প্রকৃতির সাথে একটি ঘণ্টা কাটাতে পারে না। প্রকৃতি একটি মানুষের সৃজনশীলতা তৈরিতে অসামান্য ভূমিকা পালন করে। সুতরাং, প্রকৃতির সাথে একাত্মতা তৈরি না হলে আসলে পরবর্তী প্রজন্ম কতটুকু সংস্কৃতিমনা জয়ে উঠবে সেটা সহজেই অনুমেয়। পঞ্চম শ্রেণির একটি শিশুকে যখন অষ্টম বা নবম শ্রেণির সমসাময়িক পাঠ ধরিয়ে দেয়া হয় তখন শিশুটি যে মানসিক চাপে পড়ে সেটা হয়তো সে নিজেও বুঝতে পাওে না কিন্তু এতে করে তার মানসিক বিকাশ মারাত্মকভাবে ব্যহত হয়। একটি শিশুর জন্য অন্যান্য তাত্ত্বিক বিষয়ের চেয়ে গান শেখাটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ‘মিউজিক্যাল ইন্টেলিজেন্স’ যদি একটি শিশুর মধ্যে বিকশিত না হয় তাহলে সে সংস্কৃতির সাথে জীবনভর দূরত্ব বজায় রেখেই চলবে। শিশুদের নিয়ে প্রায় ৩০ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, উন্নত বিশ্বের বহু দেশেই শিশুদের ভেতর কোনো কিছু নিয়ে বিশেষত, শিক্ষাক্ষেত্রে কোনো ধরনের প্রতিযোগিতাই করা হয় না। আমাদেরও উচিৎ এসব বিষয়ে নজর দেয়া।’

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি কর্তৃক প্রকাশিত।